ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 May, 2021 ■ আগরতলা, ১৫ মে, ২০২১ ইং ■ ৩১ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ৫৫২, মৃত ৩ জন

আগরতলা, ১৪ মে (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ২৪ ঘন্টায় আবারও রেকর্ড সংক্রমণ ছড়িয়েছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫৫২ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই নমুনা পরীক্ষায় সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণে সংক্রামিতর হার বেড়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু, ফের ৩ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা বাড়িয়ে চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গত রাজ্য। এদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় ২৫০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। যা করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ-এ ২৪ ঘন্টায় সুস্থতায় সর্বোচ্চ। তবে চিন্তা রীতিমত বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২৭৪ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ক্রমাগত সংক্রমণ-এ শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৩৭৮১ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১২৭১ এবং র‍্যাপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৪৩৮৪ জন মোট ৫৬৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ১৬৪ জন এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন-এ ৩৮৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৫৫২ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২৫০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৮৭১ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৯৬০৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৫৩৩৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.০৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৮৯.৩৫ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০৮ শতাংশ। নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪২৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৭৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩৯ জন, গোমতি জেলায় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ২৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩০ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৭ জন, উনকোটি জেলায় ৯৭ জন এবং খোয়াই জেলায় ১৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে, দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

সাব্রুমে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু মোটর শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম এর হরিনায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মোটর শ্রমিকের। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের হরিনায় রেলে কাটা পড়ে বিজয় মজুমদার(২৭) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সাব্রুম স্টেশনের অদূরে পশ্চিম হরিনা এলাকাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।মৃত বিজয় মজুমদার পশ্চিম হরিনার তপন মজুমদার ছেলে। বিজয় পেশায় গাড়ী চালক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রের ধারণা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয় বিজয়ের। বিজয়ের শরীর দু''ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে সাব্রুম থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বাসরুদ্ধ করে ভাই বোনকে হত্যার পর জলাশয়ে ফেলে দিয়েছি স্বীকারোক্তি ধৃত সুগ্রীবের

আগরতলা, ১৪ মে (হি. স.)।। দুই ভাই-বোনকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার পর জঙ্গলের জলাশয়ে ফেলে দিয়েছিল। পুলিশী জেরায় এমনটাই স্বীকারোক্তি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের অধীন বগাচাতল-র জঙ্গলে জলাশয়ে গতকাল দুই ভাই-বোনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত যুবক সুগ্রীব ত্রিপুরার। তাঁর স্বীকারোক্তি, প্রথমে হৃদয়(১১)-কে এবং তারপর তার বোন রিতা দে(৯)-কে শ্বাস রোধ করে হত্যার পর জলাশয়ে ফেলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের অধীন চিটাগাং এলাকার বাসিন্দা সাধন দে-র দুই নাবালক সন্তান রীতা দে (৯) এবং হৃদয় দে (১১) গরু চড়াতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তখন পরিবারের সকলে বাড়ি থেকে দুই কিমি দূরে অবস্থিত বগাচাতল এলাকার জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান না পেয়ে পিআরবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাদের দাদু।

স্থানীয় জনগণও দুই ভাই-বোনের খোঁজে অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাতে তাদের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। এদিকে, তাদেরকে অন্তিমবার দেখেছিল সিদ্ধিনগর তালটিলার বাসিন্দা সুগ্রীব ত্রিপুরা। পিআরবাড়ি থানার ওসি বলেন, সুগ্রীবের শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে। এ-বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ পুলিশ তাকে বিলোনিয়া দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ ও ২০১ ধারায় পুলিশ মামলা নিয়েছে। আদালতে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু, আদালত তাকে ১৭ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে এবং সিডি তলব করেছে।

শুক্রবার আগরতলায় টমটম, রিক্সা এবং অটো চালকদের করোনার টিকাকরণ করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

জল জীবনে ত্রিপুরা পেল ১৪২ কোটি টাকা

আগরতলা, ১৪ মে (হি. স.)।। জল জীবন মিশন-এ ত্রিপুরা আরও বরাদ্দ পেয়েছে। যার পরিমাণ গত বছরের তুলনায় চার গুণ বেশি বলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, ২০২১-২২ সালে ত্রিপুরা-র জন্য জল জীবন মিশনে ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রক ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং এর প্রথম কিস্তির ১৪২ কোটি টাকা ১৩ মে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাঁর দাবি, গতবারের তুলনায় এই অর্থরাশি প্রায় চার গুণ বেশি।

তাঁর আরও দাবি, পানীয় জল দপ্তর ২০২১-২২ সালে এই অর্থরাশি দিয়ে ৩ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করবে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থানুকূল্যে ত্রিপুরায় ওই কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

পৃথক জায়গায় সড়ক দূর্ঘযনায় আহত দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে।। একই দিনে দুইটি যান দুর্ঘটনায় আহত চারজন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুরাতন টি আর টি সি এবং হাওয়াই বাড়ি এলাকায় শুক্রবার দুপুর নাগাদ। সংবাদে জানা যায় প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে তেলিয়ামুড়া শহরের টি আর টি সি এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে। এতে আহত হয় একজন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরীব মানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় মুখ্য সচিবকে ৯ দফা দাবি পেশ বামপন্থী গণ সংগঠনের

আগরতলা, ১৪ মে (হি. স.)।। কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া গরীব অংশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ৯ দফা দাবিতে মুখ্য সচিবকে চিঠি দিল চারটি বাম গন সংগঠন। শুক্রবার চার বামপন্থী গণ সংগঠনের আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক পবিত্র কর। তাঁর কথায়, করোনার প্রকোপে গরীব অংশের মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

মুখ্য সচিবকে দেওয়া চিঠিতে যে নয় দফা দাবি পেশ করা হয়েছে সেবিষয়ে পবিত্র বাবু বলেন, সকলের জন্য সরকারি খরচে প্রতিষেধক প্রদান, আয়কর প্রদান করেন না এমন গরীব অংশের মানুষের জন্য যতদিন কোভিড অবস্থার উন্নতি না হয় ততদিন মাথা পিছু মাসে দশ কেজি চাল ও ৭৫০০টাকা প্রদান, রেগার বাইরে গিয়ে গ্রাম, শহর ও শহরতলীতে পরিবার পিছু দশ দিনের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, রাজ্যের বাইরে যে সমস্ত ত্রিপুরার শ্রমিক রয়েছেন এবং এই রাজ্যে যে সমস্ত বহিরাগত শ্রমিক রয়েছেন তাদের ঠিকানা, ফোন নম্বর জোগাড় করে একটি হেল্প ডেস্ক তৈরি করা, বিভিন্ন জেলা সদর ও প্রত্যন্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্র করা, ডাক্তার সহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসা, জুমিয়া পরিবারগুলিকে বীজ ও খোরাকির টাকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সংকট চলছে। জলের সমস্ত উৎস সংস্কার করার দাবিও জানানো হয়েছে, বলেন তিনি।

আজ গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতিতে এডিসি এলাকায় জনগণের টাকা ব্যাপক লুটতরাজ চলছে। ভিলেজ কাউন্সিলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সভ্য সমাজের নগ্নরূপ দেখল তেলিয়ামুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে।। এ যেন সভ্য সমাজের একটি অসভ্য বর্বরোচিত এবং ন্যাক্কারজনক হৃদয় বিদারক অমান্য ঘটনা। পৃথিবীর আলোময় দৃশ্য দেখার আগেই গর্ভপাত করিয়ে জন্মের পূর্বে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া হয় কোন এক ছড়া কিংবা নর্দমার জলে।

এমনকি শৌচালয় থেকে জ্যান্ত সদ্যজাত পুত্র সন্তানের ঘটনা ইতিহাস রয়েছে তেলিয়ামুড়া তে। তবে যাই হোক না কেন? এই ধরনের ঘটনায় একটি বাণী উঠে আসে ,আহারে এটাই তোর সভ্য সমাজের আসল চেহারা। এমনই এক ঘটনার সাক্ষী রইল আজ তথা শুক্রবার সাড়ে বারোটা নাগাদ। ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এব অধীন তেলিয়ামুড়া থানার খাসিয়া মঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসিয়া মঙ্গল ব্রিজ সংলগ্ন হরিশ চন্দ্র কলই পাড়াতে। এই বর্বরোচিত ঘটনায় ছি:ছি: রব উঠেছে তেলিয়ামুড়া শহর জুড়ে। এ যেন কোন এক মায়ের অপকর্মের ফসল ও হতে পারে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যাচ্ছে করোনা, মানুষকে সতর্কতা অবলম্বনের আবেদন প্রধানমন্ত্রীর

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী ।। নয়াদিল্লি, ১৪ মে।। দেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে করোনা ভাইরাস। তাই গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সাথে তিনি বলেন, কৃষিতে নতুন নতুন সমাধান ও নতুন নতুন বিকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের অন্নদাতাদের আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে অন্নদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করোনার এই কঠিন সময়েও দেশের কৃষকরা আমাদের কৃষক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং রেকর্ড পরিমানে শস্য উৎপাদন করেছেন।

শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পিএম-কিসান সম্মান নিধির অধীনে আর্থিক সুবিধার অষ্টম কিস্তি প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অত্যন্ত কঠিন সময়ে আমরা এখন কথা বলছি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগোসিয়েশন বাণিজ্য নিয়ে উদয়পুরে শাসক দলের মতবিরোধ এল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ মে।। বাম আমলে গঠিত নিগোসিয়েশন বানিজ্য রাম আমলেও বহাল তবিয়তে চলছে। এই নিগোসিয়েশন বাণিজ্যের রমরমা কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতো উদয়পুরে ও জাকিয়ে বসেছে। নিগোসিয়েশন বাণিজ্যের ফলে এক দিকে যেমন কাজের গুনগত মান নিম্নমুখী অন্যদিকে প্রকৃত সৎ ঠিকাদারা কাজের গুনগত মান বজায় রেখে কাজ করতে পারছেন না - কারন একটাই নিগোসিয়েশন বাণিজ্যের নামে একটা বিরাট শতাংশ নিগো মাফিয়ারা আগেই লুটে নেয়।এই নিগোসিয়েশন বাণিজ্যের মাফিয়া দ্বারা নিজ দল ক্ষমতায় থাকা স্বত্তেও আজ আক্রান্ত হলেন গোমতি জেলার বিজেপি প্রাক্তন সম্পাদক রূপক অধিকারী।

রূপক অধিকারীর পিতা স্বপন অধিকারী গোমতি জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি। আজ সকালে রূপক যখন ওনার নিজস্ব গাড়ি নিয়ে উদয়পুর রবীন্দ্র সংঘ লাগোয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে পরিচিত ব্যক্তির সাথে বাক্যালাপ করছিলো তখন শ্যামল দাস(লালু), গয়া শীল, ও রাজু সাহা সহ আরো চার পাঁচ জন দুষ্কৃতী আচমকা রূপক অধিকারীর গলা চেপে ধরে এবং রূপক কে মাটিতে ফেলে কিল- চর -ঘুষি মারতে থাকে।

রূপক কোন ক্রমে দৌড়ে জগন্নাথ চৌমুহনীস্থিত প্রবাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেও সেখানেও নিগো মাফিয়ার ভাড়াটে দুষ্কৃতীরা রূপকের উপর চড়াও হলে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা রূপক কে ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে এই কয়েক দিন আগে উদয়পুর পুরপরিষদের অন্তর্গত জগন্নাথ দিঘির পশ্চিম পাড়ের পাকা রাস্তাটি রূপকের অধীন কর্মরত শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে একদল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে বন্য হাতির আক্রমণে নিহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে।। ফের বন হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল একজনের। আহত একজন। আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মৃত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন দাস(৬০)। পেশায় সবজি বিক্রেতা। বাড়ি কল্যাণপুর থানাধীন বাগবের এলাকায়। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে পড়েছে গোটা। ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যা রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ। কল্যাণপুর এলাকায়। সংবাদে জানা যায় উত্তর মহারানী বাজার থেকে মৃত নিরঞ্জন দাস ও আহত প্রদীপ সরকার বাগবের বাড়িতে যাওয়ার পথে মাঝখানে বনো হাতিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতাপগড়ে পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। অনাবৃষ্টি ও তীব্র দাবদাহে জল স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। শুক্রবার শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় মজুমদার টিলায় পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করেন স্থানীয় লোকজনরা।প্রতাপগড় মজুমদার টিলা এলাকায় পানীয় জলের সংকটে এলাকাবাসীরা রাস্তা অবরোধ করেন।

কিন্তু এলাকার বিজেপি মন্ডলের কার্যকর্তারা এসে এলাকার মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয় বলে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতাপগড় মজুমদার টিলা এলাকার বাসিন্দারা জানান দীর্ঘদিন ধরেই তারা পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন। পানীয় জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু চাহিদামত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এলাকাবাসী জানিয়েছেন তারা পাইপলাইনে পানীয় জল সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত।

বাড়িঘরে কিংবা স্থানীয় এলাকায় পানীয় জলের তেমন কোনো উৎস নেই। স্বাভাবিক কারণেই পাইপলাইনে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করা না হলে তারা অসহায় হয়ে পড়েন। বিষয়টি ডিডব্লিউ এস দপ্তর এবং স্থানীয় নেতাদের নজরে আনা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় ডোজ নিয়েও করোনায় মৃত্যু-কিছু তথ্য

● ডাঃ কনক চৌধুরী ●

কোভিড ব্রেক থ্রু ইনফেকশন (Breakthrough Infection) কি এবং কেন ?

কোভিড ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পাওয়ার পরেও আপনি কোভিড ভাইরাস আক্রান্ত হতে পারেন, এমন কথা আমাদের ত্রিপুরাতেও চলছে। সুধী সমাজ অব্দি এটি নিয়ে আতংকিত আজ। এমনটা হওয়ার দরকার নেই বলেই চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক মহলের অভিমত। যদিও কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে এমন দাবি করা হয়েছে যে, লোকেরা দুটি ডোজ টিকা দেওয়ার পরেও কোভিড -১৯ পজিটিভ হয়েছে।

তবে, আসলেই কি, ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পাওয়ার পরে ইতিবাচক বা পজিটিভ রেজাল্ট হতে পারে ?

ভারত দ্রুতগতিতে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্যি যে এখানে ভ্যাকসিনের উভয় ডোজ দেওয়ার পরেও কিছু কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে।

আমার এই প্রতিবেদন আশা রাখি সামাজিক মাধ্যমে আপনাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। কারন,দৈনিক পত্রিকা আজকাল সবাই পড়েন না। পত্রিকার ভিতরের পাতা আরো কম পড়েন।এইসব প্রেক্ষাপটে সামাজিক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তত্ত্ব খুঁজে দেয়া জরুরী এবং এই দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারবোনা, শুধু সাধারনের উপর দোষ চাপানো অনেক সহজ। যাই হোক। যা বলছিলাম।

আমরা বলছিলাম 'ব্রেক থ্রু' (Breakthrough infection) সংক্রমণ নিয়ে। তবে অসহায় বোধ করার কোন কারণ নেই।

'ব্রেক থ্রু' সংক্রমণ জাতীয় ঘটনা খুব কমই ঘটে এবং এক্ষেত্রে লোকেরা কম গুরুতর কোভিড লক্ষণ দেখিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এই জাতীয় ঘটনাগুলির সাথে কোভিড -১৯ ভ্যাকসিনের গুনগত মান বা ভ্যাক্সিন দেয়ার পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই। আপনি কি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও কোভিড পজিটিভ পরীক্ষিত হতে পারেন?

যদি পজিটিভ হন তবে আপনার কী করা উচিত?

টিকা দেওয়ার পর আপনার কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

আসুন,সহজ বাংলায় ব্যাপারগুলো জানার চেষ্টা করা যাক। "ব্রেক থ্রু" সংক্রমণ কী ?

এর সাথে পুনঃসংক্রমণ (re-infection) এর তফাৎটা কোথায় ?

সহজ কথায়, যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়ার পরেও কোভিড -১৯ আক্রান্ত হন তবে এটি ব্রেক থ্রু সংক্রমণ হিসাবে পরিচিত।

এটি নির্দেশ করে যে, কোনও ব্যক্তির ভ্যাকসিন থেকে খুব কম প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছিলো।

তবে এ জাতীয় সংক্রমণ বেশিরভাগ উপসর্গহীন বা অ্যাসিম্পটমেটিক।

সব ধরনের ভ্যাকসিনের ব্রেক থ্রু সংক্রমণ হয়। তবে মনে রাখবেন, ব্রেক থ্রু সংক্রমণ পুনঃ সংক্রমণ থেকে পৃথক। আইসিএমআর(জ্জঙ্খথ্ণ্ড)এর মতে কমপক্ষে ১০২ দিনের ব্যবধানে কোভিড এর পুনরায় সংক্রমণকে পুনঃসংক্রমণ বলা হচ্ছে। মধ্যবর্তী সময়ে একটি টেস্ট হতে হবে নেগেটিভ।

কীভাবে কোনও টিকা দেওয়া ব্যক্তি কোভিড -১৯ এ সংক্রমিত হতে পারে?

বর্তমানে, কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

প্রথমত, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোনও ভ্যাকসিন ১০০ শতাংশ কার্যকর নয় এবং সব ধরনের ভ্যাকসিনে ব্রেক থ্রু সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।যদিও খুব কম। ভারতে জরুরি ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া তিনটি কোভিড টিকার মধ্যে কোভিডিল্ড ভ্যাকসিন ৭০ু, কোভ্যাক্সিন ৭৮ু, এবং রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি ৯২ু করোনা প্রতিরোধে কার্যকর।

দ্বিতীয়ত, কোভিড -১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ পাওয়ার দুই-তিন সপ্তাহ পরে অ্যান্টিবডিগুলির সুরক্ষামূলক স্তর সাধারণত বিকাশ লাভ করে। সুতরাং, এই সময়ের মধ্যে একজন সংক্রমিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো সুধী পাঠকগন, কোভিড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আগরতলায় গেদু মিয়ার মসজিদে ঈদের নামাজ আদায়। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২১১ ◻ ১৫ মে ২০২১ ইং ◻ ৩১ বৈশাখ ◻ শনিবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পঙ্গু

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ব্যবস্থা মুখ থুবরে পড়িয়াছে। কর্মীরা কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করিতে হইলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।অর্থব্যবস্থার গতি স্তব্ধ হইলে মানুষ কাজ হারাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। ভারতেও সেই ঘটনাই ঘটিতেছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি নামক এক বেসরকারি পরিসংখ্যান সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, শুধু এপ্রিল মাসেই ভারতে কাজ হারাইয়াছেন পঁচাত্তর লক্ষেরও অধিক মানুষ। কর্মসংস্থান সঙ্কোচনের ধাক্কা সর্বাধিক লাগিয়াছে গ্রামীণ ক্ষেত্রে। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অতিমারির প্রকোপে মৃতপ্রায়। সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রবল হারে কমিয়াছে। স্বনিযুক্ত কর্মীরাও বেরোজগার হইয়াছেন। শহরাঞ্চলও বাঁচে নাই, সেখানেও বহু লোক কর্মহীন। মানুষের দুর্দশা দৃশ্যমান। গত বৎসর অতিমারির অতর্কিত হামলায় ভারতীয় অর্থব্যবস্থা যতখানি বিপর্যস্ত হইয়াছিল, এক বৎসরের যাবতীয় অভিজ্ঞতা সমেত এই দফাতেও বিপর্যয়ের পরিমাণ তাহার তুলনায় কম নহে। ইহাকে ‘দুর্ভাগ্য’ বলিলে ভাগ্যের প্রতি অকারণ দোষারোপ করা হয় ইহা দেশের ভাগ্যবিধাতাদের অপদার্থতা। তাঁহারা অতিমারির বৎসর হইতে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই।যে কোনও সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথম ধাপ: সমস্যাটি যে আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। গত বৎসর জুড়িয়া কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কের ঋণকে সহজলভ্য করিবার চেষ্টা করিয়া গেল। সাধারণ মানুষকে ‘অকারণে’ টাকা দিতে হইবে, এই কথাটি তাঁহারা সম্ভবত হজম করিতে পারেন নাই। ফলে, বাজারে চাহিদা ফিরিল না। অর্থব্যবস্থায় চাহিদার অভাবটি কোভিডের পূর্ব হইতেই চলিতেছিল তাহা অর্থব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া দিল। অন্য দিকে, ব্যবসা টালমাটাল হইলেই যেন কর্মীদের উপর কোপ না পড়ে, তাহা নিশ্চিত করিবার বিভিন্ন পন্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গৃহীত হইয়াছিল। সরকার কর্মীদের বেতনের সিংহভাগ বহন করিতেছিল, যাহাতে তাঁহাদের চাকুরি ছাঁটাই না হয়। সেই একই সময়কালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমবিধি সংস্কার করিয়াছিল সেই নূতন শ্রমবিধিতে শ্রমিকের অধিকারের তিলমাত্রও অবশিষ্ট থাকে নাই।

ভারত বর্তমানে বিপন্নতার সম্মুখীন, তাহার কার্যত সব কয়টিরই মূলে রহিয়াছে একটিই কারণ নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কী কর্তব্য, সে বিষয়ে দেশের শাসকদের কোনও ধারণাই নাই। তাঁহারা ক্ষুদ্র লাভ-ক্ষতির অঙ্কের বাহিরে দেখিতে অক্ষম। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনায় ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা জরুরি; যাঁহারা সেই কায়িক শ্রমে অক্ষম, তাঁহাদের জন্য ভিন্নতর অর্থসাহায্যের কথাও ভাবিতে হইবে। কী করা যাইতে পারে, সেই সম্ভাবনা এখনও অসীম। কিন্তু তাহার জন্য শাসকদের নিজস্ব ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ভাঙিয়া বাহিরে আসিতে হইবে। অন্যথায় দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করা সম্ভব হইবে না। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাঙ্গা করিতে না পারিলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থাা চাঙ্গা করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না। সরকারকে এই বিষয়ে সময় উপযোগী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

জামবনিতে হাতির হামলায় আহত গৃহবধূর পরিবারকে দেওয়া হল ক্ষতিপূরণের আর্থিক সাহায্য

ঝাড়গ্রাম, ১৪ মে (হি. স.) : হাতির হামলায় আহত গৃহবধুর পরিবারকে বনদফতরের পক্ষ থেকে দেওয়া হল ক্ষতিপূরণের আর্থিক সাহায্য। দু মাসেরও কম সময়ে আহত ওই পরিবারটি ক্ষতিপূরনের অর্থ পান। শুক্রবার বনদফতরের পক্ষ থেকে জামবনি ব্লকের একটি গ্রামে হাতির হানায় জখম পরিবারের সদস্যর হাতে বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদার উপস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। বনদফতরের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জামবনির রেঞ্জার গোপাল কুমার ঘোষ। এদিন জামবনি ব্লকের হাতিকাঁদুয়া গ্রামে হাতির হানায় জখম নিয়তী মাহাতোর বাড়িতে গিয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য গত কুড়ি মার্চ জামবনি ব্লকের হাতিকাঁদুয়া গ্রামের বাসিন্দা নিয়তী মাহাতো কোন কাজের জন্য বাঁকড়া গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ফেরার সময় হাতির সামনে পড়ে যান। হাতির হানায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে নিয়তী মাহাতো র একটি পা ভেঙে গিয়েছিল। ঝাড়গ্রাম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল।বনদফতরের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পেলেন ওই পরিবার।এদিন বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদার হাত ধরে ক্ষতিপূরনের অর্থ তুলে দেওয়া হয়।এই বিষয়ে বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন ’ হাতির হানায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন ওই মহিলা।বনদফতরের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরনের অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে ওই পরিবারটির হাতে।রাজ্য সরকারের প্রশাসন মানুষের জন্য কাজ করে আসছে।’

উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ লোধাশুলি রেঞ্জের সিমলি গ্রামে শম্ভু শবর নামে এক ব্যক্তি হাতির সামনে পড়ে অল্পের জন্য প্রানে বেঁচেছেন। আবার গত মঙ্গলবার এই লোধাশুলি রেঞ্জের জামুয়া গ্রামের বাসিন্দা রবি মাহাতো নামে এক বছর পঞ্চাশের ব্যক্তির হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছিল।ঝাড়গ্রাম ডিভিশনের বিভিন্ন বনাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দলমা দলের অনেক হাতি।কখনো খড়্গপুরের দিক থেকে নদী পেরিয়ে তো কখনো ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিক থেকে জেলায় ঢুকছে দলমার দল।সারা বছর ধান সহ অন্যান্য ফসলের দফারফা করার সাথে সাথে হাতির হানায় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা জখম হওয়ার ঘটনা লেগেই রয়েছে। বনদফতরের বক্তব্য হাতি গুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া হলেও এরা বারে বারে ফিরে আসছে খাদ্যের টানে।জেলাতে সারা বছর খাদ্যের উৎস আছে বলেই হাতির দল ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় থেকে যেতে পছন্দ করছে।

ভোট পরবর্তী হিংসায় পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত ৪০ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত, দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে হিংসার খবর এই পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি গ্রামে হামলা চালানো হয়েছে। ৪০ হাজারেরও বেশি হিন্দু আক্রান্ত হয়েছে। এই দাবি করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিলিন্দ পরাণ্ডে। এ ব্যাপারে তিনি রাজ্য সরকারকে কর্তব্য পালনের পরামর্শ দিয়েছেন। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

এক প্রেস বিবৃতিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেছেন, ভোটের পর থেকে অত্যাচারিত হচ্ছে হিন্দুরা। ভিএইচপি’র দাবি, এখনও পর্যন্ত ৩৫০০—র বেশি গ্রামে আক্রমণ করা হয়েছে। এর ফলে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিশেষ করে তপশিলি জাতি এবং উপজাতির মানুষই বেশি আক্রান্ত হয়েছে। বহু জায়গায় মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দোকানপাট এবং বাড়িঘর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, লুটপাট চালানো হয়েছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা হয়েছে।

মিলিন্দ পরাণ্ডের অভিযোগ, টানা ভয়াবহ পাশবিক হিংসা চলছে অথচ প্রশাসন উদাসীন। রাজ্য সরকারের প্রতি তাঁর পরামর্শ, স্থানীয় প্রশাসনকে তাদের কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিক সরকার এবং দাঙ্গাকারীদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করুক। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

আন্ত্রিক জীবাণু এবং আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমরা নই একা, উই আর নট অ্যালোন। আমাদের শরীর, আমাদের নাক, কান, চোখ, মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র অর্থাৎ গ্যাস্ট্রোইন্টেশর্টিনাল ট্র্যাক্ট তথা জি আই ট্র্যাক্ট বা গাট প্রভৃতি ট্রাইলিওন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এবং ফঞ্জাই এর দ্বারা আচ্ছদিত। সমষ্টিগতভাবে এদের বলা হয় গাট ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রোবায়োম।

যদিও কিছু সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া রোগের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যরা বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সুস্থ শরীর ও সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং জন্মলগ্ন থেকেই এমনকী মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই এই সংখ্যক ক্ষুদ্র জীবাণুরা আমাদেরশরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে প্রয়োজনীয়, সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখছে এবং আমাদের বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াগুলোর, যেমন-আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম), হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, শারীরিক ওজন, পরিপাক ব্যবস্থা (মেটাবলিজম) প্রভৃতির সুস্থ ও স্বাভাবিক কার্যসম্পাদনের মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঞ্জাই এবং অন্যান্য অণুজীবদের সাধারণত মাক্রোওরগ্যানিজমস অথবা সংক্ষেপে মাইক্রোবস বা অণুজীবাণু বলা হয়। এই অণুজীবেরা আমাদের অস্ত্র বা গাট-ও একত্রে সহবস্থান করছে (সিম্বায়োসিস)। বেশিরভাগ অণুজীবরা আমাদের ইনটেস্টাইনের মধ্যে লার্জ ইন্টেস্টাইনে বা বৃহদান্ত্রে ‘সিকাম’ নামক এক পরেটে বা আশ্রয়ে অবস্থান করে এবং তাদের বলা হয় গাট মাইক্রোবায়োম। এমনকী আমাদের গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কোষের চাইতে এই অণুজীবেরা সংখ্যায় বেশি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে প্রায় ২০০ রকমের বিভিন্ন কোষ থাকে এবং মোট কোষের সংখ্যা প্রায় ৩০ ট্রাইলিয়ন, যেখানে আমাদের শরীরে অণুজীবদের সংখ্যা প্রায় ৪০ ট্রাইলিয়নষ। প্রয় ১০০০ রকমের ভিন্ন প্রজাতির (স্পিসিস) অণুজীবদের নিয়ে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণরা গঠিত। এবং এরা আমাদের শারীরিক কুশলতার জন্য বিভিন্নভাবে দায়ী। আমাদের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুদের প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া। যারা আমাদের অন্ত্রে নানাধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত খাদ্যের বিপাক, ভিটামিনের উৎপাদন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম)-কে সদা সজাগ, সতর্ক এবং প্রস্তুত রাখা। এই জীবাণুদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটলে বা প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় সংখ্যাল্পতা দেখা দিলে আমাদের শারীরিক চিকিৎসার ফলে যদি এদের বিনাশ ঘটে তাহলে নানারকমের স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা ও সমস্যা, যেমন মেদবাহুল্য, মেজাদের গোলমাল, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, শরীরে ভিটামিনের অভাব প্রভৃতি দেখা দেয়। চেষ্টা করলে স্বল্পায়াসে আন্ত্রিক দীবাণুদের অনুপাতে ভারসাম্য, উপাদানে বৈচিত্র্য, তাদের উন্নতি ও বৃদ্ধিতের সহায়তা করে আমরা লাভ করতে পারি বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীর ও স্বাস্থ্য এবং ‘আনন্দ উজ্জ্বল পরময়ু’। এদের জীবাণুদের অনুপাত আমাদের খাদ্যসামগ্রী, পানীয় প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। উন্নত দেশের নাগরিকদের এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের মধ্যে আন্ত্রিক জীবাণুদের অনুপাতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমবেতবাবে আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের শরীরে এক পৃথক এবং অতিরিক্ত অঙ্গ হিসাবে (একস্ট্রা অরগ্যান) কাজ করে এবং ওজনে প্রায় ২- ৫ পাউন্ড (১-২ কেজি) অর্থাৎ আমাদের মস্কিষ্কের প্রায় সমান ওজন।

কী কী ভাবে অণুজীবরা আমাদের শরীরে আসে?

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় মায়েদের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় শিশু ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকে। যদিও আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ভ্রূণ অবস্থায়ও অণুজীবদের দ্বারা ভ্রূণ সংক্রমিত হতে পারে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বাসস্থান অ্যামনিওটিক থলি (স্যাক) যখন ফেটে যায়, আমরা ব্যাকটেরিয়া সংস্পের্শে আসি। শিশুর জন্ম যদি যোনিপথের মাধ্যমে (ভ্যাজিনাল) হয় তাহলে শিশু জন্মনালির (ব্যর্থ ক্যানাল) জীবাণুদের দ্বারা সংক্রমিত হয় আর যদি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ৯সিজারিয়ান) হয় তাহলে জন্মলগ্নে উপস্থি ব্যক্তিদের থেকে সংক্রমিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সদ্যোজাত অগণিত এবং বিচিত্র ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে এবং কয়েকদিনের মধ্যে মায়ের শরীর, স্তন, জন্মস্থান—যেমন হসপিটাল প্রভৃতির স্থানে ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। জন্মের পর কয়েক মাস শিশুদের মধ্যে জীবাণুদের ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গ জীবাণুদের অনুপাত এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়। বেশ কয়েক বছর পর আমাদের খাদ্যাভ্যাসে যখন স্থিরতা আসে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মধ্যে একটা স্থায়িত্ব লক্ষ্য করা যায়।

আন্ত্রিক জীবাণু ও আমরা বিবর্তনজনিত সহাবস্থান ঃ

বিবর্তনের পথে মানুষের উদ্ভব হয়েছে প্রায় কয়েক মিলিয়ন বছর আগে এবং সেই সময় থেকেই অণুজীবেরা মানুষের সংস্পর্শে

এসেছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার মাধ্যমে সহাবস্থানের বূমিকা নিয়েছে। গবেষকরা আমাদের অন্ত্রে কিছু অণুজীবাবণুদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন নিয়ান্ডারখাল প্রজাতির আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে। সুতরাংএই অণুজীবরা আমাদের ‘ওল্ড ফ্রেন্ডস বা পুরানো বন্ধু’। সুতরাং প্রমাণিত হয় এই আন্ত্রিক জীবাণুদের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্ব এবং আমাদের অন্ত্রে এই জীবাণুদের কমিতিরজন্য দায়ী আধুনিক মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রা। আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের তুলনায় নিয়াল্ডারখাল প্রজাতির মানুষর আন্ত্রিক জীবাণু অনেক সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময় ছিল। আমাদের হোমিনিড খুড়তুতো বাই নিয়ানডারখালরা প্রজাতি হিসাবে আমাদের বিবর্তনের ক্ষেত্রেঅনেক অবদান রেখে গিয়েছে। গবেষকরা ৫০,০০০ বছরের পুরান মলের উপাদন (ফিকাল স্যামপল)- এর মধ্যে আন্ত্রিক জীবাণুদের (গাট মাইক্রোবস) পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে অনেকেই নিয়ান্ডারখাল আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। প্রায় ৭ লক্ষ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডারখালরা বিবর্তনের পথে পৃথক হয়ে যাওয়ার আগে থেকে মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুদেরমধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির অণুজীবদের উপস্থিতি নিয়ান্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়ছে। অর্থাৎ আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতি আমাদের জৈবক্রিয়ায় (বায়োলজি) পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশক। তাছাড়া হোমো সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডারখালদের পূর্বপুরুষদের অন্ত্রেও এই আন্ত্রিক জীবাণুদের অস্তিত্ব ছিল। আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার ফলে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের বৈচিত্র ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

এই উপকারী ও প্রয়োজনীয় আন্ত্রিক জীবাণুদের পুনর্গঠন করে তাদের উপাদানগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, খাদ্যভ্যাসের ও জীবনযাত্রার মান বদল করে। দেখা গিয়েছে প্রসেসড ফুড, চলজলদি খাবার (ফাস্ট ফুড), কড়া করে ভাজা খাবার (ডিপ ফ্রায়ড ফুড), অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ সেবন, অতিরিক্ত সুস্বাস্থ্য-বিধি ও ব্যবস্থার (বাই পাব - স্যানিটাইডজ এনবারনমেন্ট) ফলে আমাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্যের হ্রাস ও পরিমাণ ও সংখ্যায় ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় বেশি কিছু প্রজাতির নিমূর্ল বা বিনাশের ফলে। এই উপকারী প্রজাতিগুলো আগে আমাদের মধ্যে ছিল। সভ্যতা ও শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এরাব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।।

আন্ত্রিক জীবাণু ও জীবের ওপর বিবর্তনের প্রভাবঃ

এখন প্রশ্ন, আন্তিক জীবাণুরা বিবর্তনের পথে কিভাবে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে সম্পকির্ত? আন্ত্রিক জীবাণুরা কী আমাদের একই সঙ্গে বিবর্তনের পথে উদ্ভত? আন্ত্রিক জীবাণুর বিবর্তনজনিত ইতহিাস কি মানুষের শরীরও স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত? জীবাণুরা বিবর্তনের পথে এবং প্রভাবে আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং করছে?

যদিও মানুষের ৬.৫ মিটার লম্বা অন্ত্রনালী তিনটি অংশে গঠিত--- পাকরস্থলী (স্টমাক), ক্ষুদ্রান্ত্র (স্মল ইন্টেস্টাইন) এবং বৃহদাস্ত্র (লার্জ ইন্টেস্টাহইন) এবং আন্ত্রিক জীবাণ সংক্রান্ত গবেষণা ও আমাদের ধারণা সাধাণরত বৃহদান্ত্রের অণুজীবীদের নিয়েই গঠিত। বৃহদান্ত্রের প্রতি মিলিমিটার অংশ প্রায় ১০১১ সংখ্যক জীবাণু অবস্থিত তুলনায় ক্ষুদ্রান্তে ১০৮ সংখ্যক জীবাণু অবস্থিত। ব্যক্তিবিশেষে ক্ষেত্রে ১৫০ থেকে ৪০০ বিভিন্ন প্রজাতির (স্পিসিস)। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রজাতিদের সংখ্যা ও উপাদান পরিবর্তিত হয়। আমাদের এই সম্পর্কিত ধারণা বহুলাংশে নির্ভর করে উন্নত দেশগুলোর মানুষের মধ্যে গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে।

প্রথমত, অনুন্নত দেশের বাসিন্দাদের থকে উন্নতদেশের নাগরিকদের অন্ত্রে জীবাণু প্রায় ৩০ শতাংশ কম আছে। ‘হারিয়ে যাওয়া আন্ত্রিক জীবাণু (ডিজঅ্যাপিয়ারিং মাইক্রোবস)’ তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, উন্নত সভ্যতা এবং অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং প্রকৃতির থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া আন্ত্রিক জীবাণুদেরএই ক্রম অপসৃয়মানতার মূলে।

দ্বিতীয়তক, পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের অন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রজাতির অভাব লক্ষ্য করা যায় যেগুলো ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের অন্ত্রে উপস্থিত। পরিশেষে, কিছু জীবাণুর প্রাচুর্যের তারতম্য ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায় দুই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে।

এখন প্রশ্ন, কেন এই পার্থক? প্রাচ্য দেশের লোকেদের খাদ্যে বেশি তন্তু (ফাইবার) থাকে চর্বি, মাংস এবং চিনির কম পরিমাণ আন্ত্রিক জীবাণুদের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বানাতে সাহায্য করে। পাশ্চত্য দেশে অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধের ব্যবহার, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা, মাত্রাতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আন্ত্রিক জীবাণুদের কমতির মূলে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই পার্থক্য কি গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে সাহায্য করে আমাদের নিকট সম্পর্কীয় প্রাইমেটদের (নন-হিউম্যান) আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে তুলনায়মূলক আলোচনা। আমাদের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় আফ্রিকান এপদের তুলনায় মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুর পরিমাণ এবং কম বৈচিত্র্যাময় এবং ব্যাক্টেরেয়ডস প্রজাতির প্রতুলতা এবং মিথানোব্রেভিব্যাকটারএবং পাইবোব্র্যাক্টারদের পরিমাণ হ্রাস এবং এই বৈশিষ্ট্যের পলে নন-হিউম্যান এপদের মধ্যে মাংসীশী খাদ্যভাসের প্রচলন। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং ক্রমশ মাংসাশী হয়ে যাওয়ার ফলে এই বৈশিষ্ট্য বৃহদাকার এপদের (নর-বানর) থেকে মানুষের আন্ত্রিক জীবাণুর চরিত্র ও উপাদানের গঠন খুব দ্রুত বদলে গিয়েছিল এবং এর মূল্যে রান্না করা খাবার চাষবাসের উৎকর্ষতা, জনগোষ্ঠীর আয়তন, ঘনত্ব এবং অন্যান্য শারীরিক ও শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন- যেমন, এন -গ্লাইকোলাইলনিউরামিনিক এসিডের (মানবদেহে ক্যান্সারের উৎপাদক) হ্রাস ও হানি। মানুষের অন্তর্জনসংখ্যা (ইন্টার পপুলেশন)-গত পার্থক্য প্রায় একই রকম। মানুষের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের মূল্যে খাদ্যভ্যাসের পরিবর্তন এবং নর-বানরদের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বাসস্থানের পরিবর্তন।

আন্তিরক জীবাণুদের পূনর্গঠন ঃ

আমাদের কীভাবে সনাক্ত করতে পারি আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ও প্রয়োজনীয় জীবাণুদের, তাঁদের কীভাবে রক্ষা করতে পারি এবং পূণর্গঠিত ও পুনর্স্থাপিত করতে পারি আমাদের অন্ত্রে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায় আন্ত্রিক জীবাণুদের প্রাগৈতিহাসিক বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য (এন্সেট্রোল ট্রেইটস) অর্থাৎ আন্ত্রিক জীবাণুদের মধেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যারা বিবর্তনের ইতিহাসে আজও এখটানা অপরিবর্তিত ও উপস্থিত রয়ে গিয়েছে আমাদের অন্ত্রে, তাঁদের পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে।

বিজ্ঞানীরা নিয়ান্ডারখালদের বাসস্থানের কাছে প্যায়া ৫০,০০০ বছরের পুরনো মূলের নমুনা (ফিকাল স্যাম্পলস) থেকে ডিএনএ নিষ্কাশিত করে তারা বিশ্লেষণ করে নিয়ান্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিত আন্ত্রিক জীবাণুদের উপাদান ও বৈচিত্র্য নির্ণয় করেন। আমাদের আন্ত্রিক জীবাণু এবং নিয়ান্ডারখালদের অন্ত্রে উপস্থিত জীবাণুদের মধ্যে তুলনা করে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। দেখা গিয়েছে, আমাদের জানা প্রায় সমস্ত উপকারী জীবাণু যারা আধুনিক মানুষের অন্ত্রে উপস্থিত তাঁদের প্রায় সমস্ত উপকারী জীবাণু যারা আধুনিক মানুষের অন্ত্রে উপস্থিত তাঁদের প্রায় সবই সেই সময় নিয়ান্ডারখালদের এবং হোমো সেপিয়েন্সদের অন্ত্রে উপস্থিতি ছিল। এবং হোমো সেপিয়েন্স এবং নিয়ান্ডাথখালদের যে সাধরণা পূর্বপুরুষ তাঁদের অন্ত্রেও এইসব উপকারী জীবাণুরা ছিল। সুতরাং বিবর্তনের পথ ধরেই এইসব জীবাণুদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি এবং সহযোগিতামূলক সহাবস্থান (সিম্বায়োসিস)। বিবর্তনের সূত্রেই আমাদের প্রাপ্তি আন্ত্রিক জীবাণুদের আমাদের সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য। এইসব উপকারী জীবাণুরা ছোট মাপের শৃঙ্খলের ফ্যাটি অ্যাসিড (শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড) তৈরি করে খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত তন্তু (ফাইবার) থেকে এবং আমাদের পরিপাক সুরক্ষা ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে।

বর্তমানে আধুনিক মানুষের অন্ত্রে এইসব উপকারী অণুজীবদের ঘাটতি ও কমিত লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে বিপদ সংকচে জানিয়েছেন এবং যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

আন্ত্রিক জীবাণুদের সুরক্ষা ও সুগঠনের জন্য শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান একটি অতি প্রয়োজনী এবং আবশ্যিক ব্যবস্থা। দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুরা অ্যালির্জি প্রভৃতি রোগের প্রতিরোদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্তন্যপান শৈশবে আন্ত্রিক জীবাণুর বিকাশ ও গটনের পক্ষে খুবই উপকারী। প্রথমত শিশুকে মাতৃদুগ্ধে উপস্থিত জীবাণুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মাতৃদুগ্ধের অলিগোসাক্যারাইড (ছোট মাপের শর্করা জাতীয় পদার্থ), মাতৃদগ্ধ নিঃসৃত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আই জি এ (ইমিউনোগ্লোবিন এ)’ এবং জীবাণু বিরোধী পদার্থ) অ্যালার্জিজনিত রোগের প্রতিরোধে মাতৃদুদ্ধের উপকারিতা শিশুর আন্ত্রিক জীবাণুকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত করে, নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। এবং এর ফলে অনেক অ্যালার্জিজনিত রোগের হাত থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুরক্ষিত থাকে। আন্ত্রিক জাবাণুরা মানুষের সঙ্গে বিবর্তনের পথে কয়েক লক্ষ বছর ধরে একই সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভুত। এই সময়ের মধ্যে দিয়েই আন্ত্রিক জীবাণু মানুষের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যবিধি সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সেই সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও জীবনধারণের পথ ও লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের শারীরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

জন্মের সময় মায়ের জন্মনালী (ব্যর্থ ক্যানাল)-এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা আন্ত্রিক জীবাণুদের সংস্পর্শে আসি। যদিও আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ভ্রূণ অবস্থায় জীবাণুদের সংস্পর্শে আসে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভিন্নতা দেখা দেয়। উচ্চমানের বৈচিত্র্য আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। আমাদের খাদ্যাভাসের ওপর নির্ভর করে আন্ত্রিক জীবাণুদের বৈচিত্র্য, উপাদান এবং গঠনপ্রকৃতি। আমাদের বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্ত্রিক জীবাণুরা নানাভাবে আমাদের শরীরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। যেমন—

১) মাতৃদুগ্ধের পরিপাক—যে সব ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে প্রথম বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেমন--- বাইফিডোব্যাকটেরিয়া, তারা মাতৃদুগ্ধে অবস্থিত শর্করাকে (কার্বোহাইড্রেট) পরিপাক করে যা আমাদের শারীরিক উন্নতি ও বৃদ্ধির সহায়ক।

২) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা---আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সজাগ, সতর্ক, সক্রিয় রাখে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্তে কোষগুলোর (ইমিউন সেলস) সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আন্ত্রিক জীবাণু বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা নেয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

৩) মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যরক্ষার—আমাদের মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য আন্ত্রিক জীবাণুদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে কিছু অণুজীবন আমাদের মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ু সংবাদ পবিবাহক (নিউরোট্রান্সমিটার) উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন অবসাদ নিরোধক (এন্টিডিপ্রেসান্ট) সেরোটনিন অন্ত্রে উৎপাদন হয়। আমাদের অন্ত্রকয়েক মিলিয়ন স্নায়ুকোষের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে এইসব স্নায়ুকোষের মাধওমে প্রেতি সংবাদের মাধ্যমে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তাদের আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিক স্বাস্থের লোকদের তুলনায়। সুতরাং আমাদের মস্তিষ্কের সঠিক কার্যকারিতকার জন্য আন্ত্রিক জীবাণুরা দায়ী। দেখ াগিয়েছে কিছু ‘প্রোবায়োটিক্স’ (জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া ও ইষ্ট যুক্ত খাবার অথবা উপকারী জীবন্ত অণুজীব, খাদ্য হিসাবে) আমাদের মানসিক অবসাদ ও অন্যান্য মানসিক রোগ নিবারণে সহায়তা করে।

৪) অন্ত্রের সুরক্ষা ---আন্ত্রিক জীবণুরা আমাদের অন্ত্রে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য পরিপাক করে যা আমাদের অন্ত্র করতে অক্ষম। আন্ত্রিক কোষদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এই সুরক্ষা কার্য সম্পাদন হয়। আন্ত্রিক জীবাণুরা আমাদের অন্ত্রের দেওয়ালে বাসা বাঁধে এবং রোগ জীবাণুদের রোগ সংক্রমণ করতে হলে অন্ত্রে দেওয়ালে সংযুক্ত ও বাসা বাঁধতে হয়। উপকারী ও ক্ষতিকারক জীবাণুদের মধ্যে লড়াই বাঁধে অন্ত্রেক দেওয়ালের স্থান করে নিয়ে বাসা বাঁধার জন্য এবং রোগ বিস্তারের জন্য উপকারী আন্ত্রিক জীবাণুরা জিতলে রোগের প্রতিরোধ হয়। নয়তো আমরা রোগক্রান্ত হয়ে পড়ি। আন্ত্রিক জীবাণুরা রোগ জীবাণুদের অন্ত্রে এই সংযুক্ত হওয়া বা বাসা বাঁধা থেকে নিবৃত্ত করে এবং আমরা এরাগমুক্ত থাকি।

৫) হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষা—আন্ত্রি জীবাণুরা আমাদের হৃদযন্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার দিক নজর রাখে। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণু ‘ভালো কোলেস্টেরল’ অর্থাৎ হাই ডেন্সিটি লিপোপ্রোটিন (এইচ ডি এল) ও ট্রাইগ্লিসারাইডস, যারা আমাদের শরীরও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তাঁদের উৎপাদনে সহায়তা করে। আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে কিছু অনুজীব হৃদযন্ত্রে পক্ষে ক্ষতিকারক ট্রাইমিথাইল এমিন এন অক্সাইড (টি এম এন ও) তৈরি করে। রেড মিট ও অন্যান্য প্রাণীদেহের মাংসে অবস্থিত কোলিন এবং এল-কারনিটিন থেকের এই ক্ষতিকারক টিএমএন ও উৎপন্ন করে কয়েক ধরনের আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়া প্রোবায়োটিক্স ও ইষ্ট এইসব ক্ষতিকারক পদার্থের উৎপাদন নিবৃত্ত করে। এইসব উপকারী অণুজীব সমৃদ্ধ খাবার আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ও হৃদযন্ত্রের সুরক্ষায় খুব উপকারী।

৬) সুগার নিয়ন্ত্রণে—আন্ত্রিক জীবাণু আমাদের শরীরে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবিটিসরোধে সহায়তা করে জায়াবিটিস ১ ও ২ উত্তর ক্ষেত্রেই। দেখা গিয়েছে, একই ধরনের খাবার খাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তির আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে তপাৎ হওয়ার ভ্রূণ তাঁদের শরীরে সুগারের মাত্রায় ফারাক হতে দেখা যায় এবং এর জন্য আন্ত্রিক জীবাণুরাই দায়ী পরিশেষে।

৭) আমাদের ওজন---হাজারো রকমের ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে বসবাস করছে। তাদেরবেশিরভাগই আমাদের পক্ষে ভীষণ উপকার। আবারকিছু জীবাণু আছে অপকারী জীবদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই অবস্থাকে বলা হয় ‘গাট ডিজবায়েসিস’। যমজ ভাইদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে আন্ত্রিক জীবাণুদের মধ্যে পার্থক্যের দরুন একজন মেদবহুর ও অন্যজন রোগা। এই পার্থক্যের ফলে মনে হয়, আন্তিরক জীবাণু পুরোপুরি বংশানুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রোবায়োটিক্স খাদ্যের মাধ্যমে এই মেদবৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে। অপরদিকে ওজন বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার হাফলং আসছেন মন্ত্রী যোগেন মোহন

হাফলং (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার হাফলং আসছেন রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেন মোহন। শুক্রবার কার্বি-আংলং ও পশ্চিম কার্বিং-আংলং জেলার কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ডিফুতে কার্বি-আংলং জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ জেলাপ্রশাসন ও কার্বি-আংলং স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। শনিবার সকালে ডিফু থেকে লামডিং হয়ে সড়ক পথে দুপুরে হাফলং এসে উপস্থিত হবেন মন্ত্রী যোগেন মোহন এবং হাফলং আবর্ত ভবনে জেলাপ্রশাসন জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জেলার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে মিলিত হবেন।

এদিকে, পুনরায় শনিবার থেকে ডিমা হাসাও জেলায় ১৮ বছর থেকে ৪৪ বছরের ব্যক্তিদের টীকা প্রদান করা হবে জেলার বিভিন্ন টীকা প্রদান কেন্দ্রে। শুক্রবার বিকেল চারটা থেকে কোওইন অ্যাপসে ১৫,১৬,ও ১৭ মের জন্য টীকা প্রদানের জন্য বুকিং শুরু হয়েছে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি হচ্ছে করোনার সংক্রমণ শুক্রবার পাহাড়ি জেলাতে নতুন করে আরও ২৩ জন লোক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিশেষ করে জেলার সদর শহর হাফলঙে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর ৪২৬ জন। এরমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৭৯ জন। হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪১ জন। এবং হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ২০০ জন রোগী। তবে ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকাঠামো তেমন উন্নত না হওয়ায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে সাধারন মানুষের মধ্যে। কারন ডিমা হাসাও জেলার কোনও হাসপাতালে নেই আইসিইউ বা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা যা নিয়ে উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছে সাধারন মানুষের মধ্যে। এই অবস্থায় ডিমা হাসাও জেলাপ্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে সরকারি নিয়ম নীতি কোভিড বিধি ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উজান অসমের টিংরাই বাজারে গ্রেনেড বিস্ফোরণ, মৃত্যু বেড়ে দুই, আহত ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় আলফা-স্বাধীন, দাবি পরেশের

ডিগবয় (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত ডিগবয় থানাধীন টিংরাই বাজারে আজ শুক্রবার বেলা একটা নাগাদ সংগঠিত গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা দুজনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে সন্দীপ সিঙের (২৫) হয়েছিল। এর পর বিকেলের দিকে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন সুরজিৎ তালুকদার (২২) নামের একজন। এদিকে ঘটনাকে কাপুরুষোচিত বলে আখ্যা দিয়ে ঘটনার দ্রত তদন্ত করার পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে রাজ্যের পুলিশ-প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে আজকের বিস্ফোরণের সঙ্গে আলফা-স্বাধীন জড়িত নয় বলে বিবৃতি জারি করেছেন উগ্রপন্থী সংগঠনটির প্রধান পরেশ বরুয়া। ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

গত ১১ মে এই তিনিসুকিয়া জেলার জাগুনে গ্রেনেড বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ১২ বছরের বালক সুরজ হাজঙের। জাগুনের কাথাকাঠানি এলাকায় রাস্তার পাশে রাখা ছিল একটি গ্রেনেড। এদিন সকালে হাজং গ্রামের সুরজ মাঠ দিয়ে তার সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকা গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ বিসর্জন দেয় সুরজ।

ওই ঘটনার তিনদিনের মাথায় আজ ফের জেলার ডিগবয়ে গ্রেনেড বিস্ফোরণে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, নয়া কোভিড-বিধি অনুযায়ী বেলা একটায় দোকান বন্ধ করছিলেন ডিগবয়ের টিংরাই বাজারের ব্যবসায়ী পুরনমল আগরওয়ালা। হার্ডওয়ার দোকানটি বন্ধ করার সময় দুই বাইক আরোহী তাঁকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলে মাকুম সুকানপুখুরির বাসিন্দা সন্দীপ সিঙের মৃত্যু হয়। এছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় মনজিৎ দাস (১৯), সুরজিৎ তালুকদার এবং ঘনশ্যাম আগরওয়ালা (৩২)-কে ডিগবয় সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

আহতদের অবস্থা সংকটজনক বলে ডিগবয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের ডিব্রুগড়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বিকেলের দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুরজিৎ তালুকদার।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্তকে ঘটনাস্থলে ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসারকে পাঠিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে অপরাধী দুষ্কৃতীদের শীঘ্র গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ইতিমধ্যে এলাকায় আধাসামরিক বাহিনী নিয়ে চিরুনি তালাশি চালিয়েছে পুলিশের দল। এই খবর লেখা পর্যন্ত কোনও ধরপাকড়ের খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং বিস্ফোরণের সঙ্গে আলফা-স্বাধীন জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু আলফা স্বাধীনের প্রধান পরেশ বরুয়া এর সঙ্গে তাঁর সংগঠনের কোনও ক্যাডার জড়িত নয় বলে রাজ্যের ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ফোন করে দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, গত ১৫-২০ দিন ধরে আলফা-স্বাধীনের কোনও ক্যাডার অসমে নাশকতা বা অপহরণজনিত ঘটনা সংগঠিত করেনি। অন্যদিকে আলফা-স্বাধীনের প্রচার সেলের সদস্য জনৈক রুমেল অসমও সংবাদ মাধ্যমে একটি বিবৃতি পাঠিয়ে গ্রেনেড বিস্ফোরণে সঙ্গে কোনও মতেই আলফা-স্বাধীন জড়িত নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

আফগানিস্তানে বোমা বিস্ফোরণে মৃত ইমাম সহ ১২

কাবুল, ১৪ মে (হি. স.) : খুশির ঈদের পবিত্র দিনে রক্তে ভাসল আফগানিস্তান। শুক্রবার উত্তর কাবুলের এক মসজিদে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ইমাম সহ ১২ জনের।বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ১৫ জন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশঙ্কা, বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা। জানা গেছে, এদিন ঈদের নমাজ আদায়ে উত্তর কাবুলের এক মসজিদে জড়ো হয়েছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়। নমাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। ইমাম সহ উপস্থিত প্রার্থনাকারীদের অনেকেই রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়েন। আতঙ্কিত হয়ে অনেকেই ছোটাছুটি শুরু করে দেন। রক্তে ভেসে যায় নমাজ ঘর। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ ও উদ্ধারকারীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকরা ১২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন বিস্ফোরণের দায় নেয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ২০,৮৪৬, মৃত্যু ১৩৬ জনের

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : রোজ বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই ২০ হাজার ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ২০,৮৪৬। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিতদের মধ্যে ৪,১৯৭ জনই উত্তর ২৪ পরগনার ।অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে ফের প্রথম স্থানে ওই জেলা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানেও তিন হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এদিন। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৯৫৫ জন। তৃতীয় স্থানে উঠে এল হাওড়া। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ১, ২৬৬ জন। হুগলি রয়েছে চতুর্থ স্থানে। সেখানেও একদিনে সংক্রমিত এক হাজারের বেশি ।নতুন সংক্রমিতের সংখ্যা ১, ২৫১ জন। ফের ঊর্ধমুখী নদিয়ার কোভিড গ্রাফ। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ১,০২৫ জন। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা গ্রাফও রীতিমতো ভয় ধরিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। এদিন সব জেলা থেকেই মিলেছে নতুন সংক্রমিতের হদিশ। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০,৮৪৬ জন। ফলে রাজ্যের মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০,৯৪,৮০২।

করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩৬ জনের। এদিন মৃতদের মধ্যে ৪২ জনই উত্তক ২৪ পরগনার। অর্থাৎ দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে প্রথম স্থানে ওই জেলা। এই পরিসংখ্যানে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা বেড়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জনের। একদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় করোনার বলি ১২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২, ৯৯৩। একদিনে করোনাকে পরাস্ত করে ঘরে ফিরেছেন ১৯,১৩১ জন। তাঁদের মধ্যে ৩,৯২৯ জন কলকাতার। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনাজয়ীর সংখ্যা ৯,৫০, ০১৭। অর্থাৎ রাজ্যে মোট করোনাজয়ীর সংখ্যা সাড়ে ৯ লক্ষের বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থতার হার ৮৬.৭৮ শতাংশ। সুস্থতায় সামান্য হলেও কমেছে উদ্বেগ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফলতায় হুগলি নদীর পাড়ে ধাক্কা জাহাজের

ফলতা, ১৪ মে (হি. স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফলতায় হুগলি নদীর পাড়ে ধাক্কা মারল জাহাজ। কলকাতা বন্দরে আসছিল জাহাজটি। শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনা ঘটে। সিঙ্গাপুরের জাহাজ কোটা রাজন এর আগে হলদিয়া বন্দরে ছিল। দুপুর ১টা নাগাদ জাহাজটি বেশ কিছু কন্টেনার নিয়ে কলকাতা বন্দরের দিকে রওনা দেয়। হুগলি নদীতে ভাটার টান চলছিল। জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১ নম্বর সেক্টরের কাছে হুগলি নদীর পাড়ে উঠে যায়। জাহাজের নাবিক কর্মীদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের কর্মীরা। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রয়াত দেবব্রত মাইতি, মধ্যরাতে বিজেপি কর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা শুভেন্দু

নন্দীগ্রাম, ১৪ মে (হি. স.) : ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে গত কয়েকদিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় বিজেপি কর্মী দেবব্রত মাইতি। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নন্দীগ্রামে পৌঁছয় দেবব্রত মাইতির দেহ। পথেই তাঁকে মাল্যদান করে সম্মান জানান বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'একজন সহযোদ্ধাকে হারালাম।' ওনার পরিবারের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাসও দেন বিধায়ক। গত ৩ মে অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরের দিন ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ঘটনায় আক্রান্ত হন নন্দীগ্রামের চিল্লগ্রামের বাসিন্দা ৪৯ বছর বয়সী দেবব্রত মাইতি। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদেরদের আক্রমন ও ব্যা পক মারধরে গুরুতর আহত হন তিনি। তাঁর ঘরবাড়িও ভেঙে দেওয়া হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ও পরে তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। গভীর রাতে নন্দীগ্রামের বাড়িতে দেহ পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার পরিজন থেকে সহকর্মীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

উত্তর প্রদেশে খালে গাড়ি পড়ে গিয়ে মৃত ৪, প্রাণে বাঁচলেন দু”জন

লখিমপুর খেরি (উত্তর প্রদেশ), ১৪ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ বছরের শিশু-সহ ৪ জনের। খালে পড়ে যাওয়ার পর ডুবে যায় গাড়িটি, তাতেই ৪ জনের মৃত্যু হয়। তবে, প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন দু”জন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লখিমপুর খেরি টাউন থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে, ফুলবিহার এলাকার সারদা ব্যারেজে। মৃতদের নাম-অজয় (২৫), তাঁর ছেলে প্রিয়াংশু (৩ বছর) এবং তাঁদের আত্মীয় দীপক (২৫) ও ললিত বর্মা (৩০)। তাঁদের বাড়ি রামুয়াপুর শিকাতিহায়। জেলার ধাউরহরা এলাকায় তিলক অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। শুক্রবার সকালে পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ফুলবিহার এলাকার সারদা ব্যারেজে রেলিং ভেঙে খালে পড়ে যায় একটি গাড়ি। খালে পড়ে যাওয়ার পর ডুবে যায় গাড়িটি, তাতেই ৪ জনের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গাড়ির চালক সুমিত যাদব ডুবে গিয়েছেন। প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন সঞ্জয় ও তরুণ নাম দু”জন যুবক। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর খেরি পুলিশ সুপার বিজয় ধুল জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলি উদ্ধার করার পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বাড়িতেই নিভৃতবাসে করোনা-আক্রান্ত মুকুল, স্ত্রী সল্টলেকের হাসপাতালে ভর্তি

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.): কোভিডে আক্রান্ত হলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা রাজ্যের বিধায়ক মুকুল রায়। করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন মুকুল রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণা রায়ও। মুকুল সল্টলেকের বাড়িতে নিভৃতবাসে রয়েছেন। কিন্তু, অসুস্থ হয়ে পড়ায় সল্টলেকের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে তাঁর স্ত্রীকে। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন মুকুল রায়। বিধানসভায় এসে শপথও নিয়ে যান কয়েক দিন আগে। এমনকি বিজেপি-র দলীয় বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন। তার পরেই তাঁর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ল।

মুকুলের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগে অসুস্থ বোধ করেন মুকুল রায়। উপসর্গ দেখে সন্দেহ হয় তাঁর। তাই নিজের এবং স্ত্রীর করোনা পরীক্ষা করান। রিপোর্ট এলে দেখা যায় সংক্রমিত হয়েছেন তাঁরা। মুকুলের বা তাঁর স্ত্রীর কোমর্বিডিটি রয়েছে কি না জানা যায়নি। আপাতত মুকুল বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন এবং স্ত্রীর চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

অবিলম্বে পিএসি-র বৈঠক ডাকার দাবি অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের করোনা নীতি নিয়ে আলোচনার জন্য অবিলম্বে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠক ডাকার দাবি জানালেন লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী। শুক্রবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে ওই বৈঠক ডাকার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন তিনি। কংগ্রেস সাংসদের দাবি, করোনা পরিস্থিতিতে যদি সরাসরি বৈঠক সম্ভব নাও হয়, তাহলে যেন ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকা হয়।

করোনা নিয়ে কেন্দ্রের সুস্পষ্ট নীতির অভাবের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের একাধিক পর্যবেক্ষনে উঠে এসেছে। যদিও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এখনও পরিসংখ্যানের কথা বলছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। এর আগে সংসদের বিশেষ অধিবেশন চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে সম্প্রতি চিঠি দেন অধীরবাবু। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, দেশের করোনা পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সঙ্কটের সময় সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক। সাংসদরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে তুলে ধরার পর, কীভাবে মানুষের কষ্ট লাঘব করা যায়, তার একটি রূপরেখা তৈরি করা দরকার। রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। আর এবার কেন্দ্রের করোনা নীতি নিয়ে আলোচনার জন্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠক ডাকার দাবি জানালেন তিনি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউতে দিশেহারা কেন্দ্রের মোদী সরকার। দেশে ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা। অনেকে মনে করছেন কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন্দ্র। দেশে অক্সিজেন, ভেন্টিলেটার, জীবনদায়ী ওষুধ ও টিকার অভাব। বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের কাছে জবাবদিহি করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ সরকার। তাই এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দরকার বলে অনেকের ধারণা।

করোনার হাত থেকে কীভাবে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো যায়? কীভাবে বা কোন নীতিতে এগোলে করোনার গ্রাফ কমানো যাবে, এই অস্থির পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে? সেই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরির জন্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠক ডাকার দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তবে এই করোনা পরিস্থিতিতে ভার্চুয়ালে বৈঠকের উপর জোর দিতেই আহ্বান জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর মতে, সাংসদরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে তুলে ধরার পর, কীভাবে মানুষের কষ্ট লাঘব করা যায়, তার একটি রূপরেখা তৈরি করা দরকার।”

আমেরিকায় সম্পূর্ণ টিকা নিলে, মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৪ মে (হি.স.): মাস্ক পরা আর বাধ্যতামূলক রইল না আমেরিকায়, তবে এ জন্য সম্পূর্ণ টিকা অবশ্যই নিতে হবে। সম্পূর্ণ টিকা নিলেই বাড়ির ভিতরে অথবা বাইরে মাস্ক আর পরতে হবে না। মার্কিন মুলুকের নাগরিকদের প্রতি এই বার্তায় দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার ভোররাতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন টুইট করে জানিয়েছেন, 'আপনি যদি সম্পূর্ণ টিকা নিয়ে থাকেন, তাহলে মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই আপনার...বিপুল সংখ্যক আমেরিকানকে দ্রুততার সঙ্গে টিকাকরণের জন্যই এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি আমরা।'

জো বাইডেন এই মন্তব্য করার প্রাক্কালে ইউএস সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছিল, 'আমেরিকায়, সম্পূর্ণ টিকা নেওয়া ব্যক্তিরা মাস্ক না পরেই কাজ শুরু করতে পারেন।' সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর কথা উল্লেখ করেই বাইডেন টুইট করেছেন, 'কোভিড ১৯-এর সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আমেরিকার জন্য একটি ভাল দিন। সিডিসি জানিয়ে দিয়েছে যে টিকা সম্পূর্ণ করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আর মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়।'

আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যু ৭৬২ জনের, দৈনিক সংক্রমিত বেড়ে ৩৯,৭৭২

ওয়াশিংটন, ১৪ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ ফের বাড়ল। কখনও সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, কখনও আবার কমে যাচ্ছে আমেরিকায়। আগের দিনের তুলনায় বেড়ে, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৭৬২ জন রোগীর। আমেরিকায় বৃহস্পতিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯,৭৭২ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৬২৬,০৪৪-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৬২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৪০ জনের।

বিগত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজারের নীচেই রয়েছে। সেই ট্রেন্ড অব্যাহতও রইল, শুক্রবার সারাদিনে আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৭৬২ জনের। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ হাজার ৭৭২ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩, ৬২৬,০৪৪-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৬,৬৬৭,১৯৯ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৬০ হাজার ৩০৫ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

চাকরির লোভ দেখিয়ে টাকা আদায় করে ভিন জেলায় দম্পতিকে খুন, ধৃত অভিযুক্ত

ইটাহার, ১৪ মে (হি. স.) : নার্সের চাকরি দেওয়ার নাম করে এক দম্পতির কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা আদায়ের পর অন্য জেলায় নিয়ে গিয়ে তাঁদের খুন করার দায়ে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধৃত এলাকায় 'গোঁসাই' বলে পরিচিত। আগেও তাঁর বিরুদ্ধে অন্যদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ ছিল। তবে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ এই প্রথম। শুক্রবার সকালে মালদহ থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধারের খবর প্রকাশ্যে আসতেই ইটাহারে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ কৃষ্ণগোপাল অধিকারীকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার সকাল থেকেই ইটাহারের বাঙ্গার এলাকায় উত্তেজনা। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে। কী কারণে দম্পতিকে ভিন জেলায় নিয়ে গিয়ে একেবারে খুনের মতো ঘটাল সে, সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে বিশদে কিছু বলতে নারাজ জেলা পুলিশ প্রশাসন। রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানিয়েছেন, অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইটাহারের বাঙ্গার এলাকার বাসিন্দা সবিতা সরকার ভরসা করেছিলেন ধৃত কৃষ্ণগোপাল অধিকারীর উপর। চাকরি দেওয়ার নাম করে সবিতা ও তাঁর স্বামী গৌতম সরকারকে অভিযুক্ত ব্যক্তি গত ৪ মে শিলিগুড়ির উদ্দেশে নিয়ে যান। এরপর থেকে তাঁদের আর খোঁজ ছিল না। ৯ তারিখ পুত্র ও পুত্রবধূর নিখোঁজের কথা প্রকাশ্যে এনে ইটাহার থানায় ডায়েরি করেন গৌতমবাবুর বাবা রামরঞ্জন সরকার। দায়ী করা হয় কৃষ্ণগোপালকে। এরপর শুক্রবার সকালে মালদহের গাজোলে, কৃষ্ণগোপালের ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় গৌতম এবং সবিতার ক্ষতবিক্ষত দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁদের দু'জনকে দুই ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। দু'জনের শরীরেই আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁদের থেকে ৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল বলে খবর ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ব্রাজিলে করোনা কাড়ল ২,৩৪০ জনের প্রাণ, ৭৫-হাজারের ঊর্ধ্বে সংক্রমণ

রিও ডি জেনেইরো, ১৪ মে (হি.স.): ব্রাজিলে করোনার প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না, প্রতিদিনই বাড়ছে কোভিডের আগ্রাসন। ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,৩৪০ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫,১৪১ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,৩৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৯৬-তে পৌঁছেছে। করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্রাজিলে, একইসঙ্গে সুস্থতার হারও বাড়ছে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৫,১৪১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৫,৪৩৬,৮২৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩,৯৭৯,৩২৯ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,২৬,৯০২ জন।

জাপান কাঁপল ৬.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

টোকিও, ১৪ মে (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জাপানের ফুকুশিমা প্রিফেকচার। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.০। জাপানের সময় অনুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮.৫৮ মিনিট নাগাদ ৬.০ কম্পাঙ্কের ভূমিকম্প অনুভূত হয় ফুকুশিমা প্রিফেকচার, ভূমিকম্পের উৎস ছিল ভূপৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) গভীরে।

জাপানের মেটেরোলজিক্যাল এজেন্সি জানিয়েছে, 'শুক্রবার সকাল ৮.৫৮ মিনিট (স্থানীয় সময়) নাগাদ ৬.০ কম্পাঙ্কের ভূমিকম্প অনুভূত হয় ফুকুশিমা প্রিফেকচার, ভূমিকম্পের উৎস ছিল ভূপৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার গভীরতায়। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সুনামির সতর্কতাও জারি করা হয়নি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তাড়াতাড়ি ফুরোচ্ছে রান্নার গ্যাস ? জ্বালানির সাশ্রয় করতে মেনে চলুন সহজ নিয়মগুলি

করোনা পরিস্থিতিতে হাত বেশ টানাটানি। মাঝিগণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে ঊর্ধমুখী গ্যাসের দাম। সংসারের কর্তারা গৃহিনীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, 'একটু দেখে বুঝে চালাও। যতটা সাশ্রয় করা যায় আর কী!" কিন্তু সংসারের কর্তীরাই বা কী করবেন? ওয়ার্ক ফ্রম হোমে ঘন ঘন চায়ের ফরমায়েশ থেকে ছেলেমেয়ের জন্য মুখরোচক খাবার বানানো। এই রুটিন তো চলছে হরদম। গ্যাস বাঁচবে কীভাবে?

ভেবে ভেবে উপায় বের করতে পারছেন না তাঁরা। তাই গৃহকর্তীদের জন্য রইল রান্নার গ্যাস সাশ্রয়ের সহজ কিছু টিপস। গ্যাস বাঁচানোর বহু ভুল উপায় জানেন অনেকে। সেই মিথগুলোও ভাঙা দরকার। রান্নার সময় উপকরণ আর সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবেন না। গ্যাস অন করার আগে হাতের কাছে গুছিয়ে ফেলুন সবকিছু। এই ট্রিকস মানলে সময় আর গ্যাস বাঁচবে দুই-ই

কড়াই বা ফ্রাইং প্যানে রান্না করতেই অভ্যস্ত আমরা। এবার বদলে ফেলুন অভ্যেস। রান্না সারুন প্রেসার কুকারে। ঝঞ্ঝাট কম। সাশ্রয় হবে জ্বালানিও।

একান্তই যদি কড়াইতে রান্না করতে চান তবে অবশ্য কড়াই ঢাকা দিয়ে রান্না করবেন। তাতে সবজি যেমন তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে তেমন বাঁচবে মহামূল্যবান গ্যাসও। খোলা কড়াইতে রান্না করলে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুন বেশি গ্যাস নষ্ট হয়। রান্নার পরিমান অনুযায়ী পাত্র ব্যবহার করা দরকার। দুধ থেকে সবজি সবকিছু এখন থাকে ফ্রিজের অন্দরে। রান্নার আগের মুহূর্তে আমরা তা বের করে সোজা রান্নার পাত্রে চালান করে দিই। কিন্তি আপনি কি জানেন এতে কত বেশি গ্যাস নষ্ট করছেন? রান্নার অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা আগে সবজি, দুধ বের করে রাখুন। রুম টেম্পারেচারে এলে রান্না করুন। তাতে গরম হতে সময়ও কম লাগবে। বাঁচবে রান্নার গ্যাসও।

রান্না করার সময় জল ব্যবহার করতে হবে পরিমিত। অত্যাধিক জল ব্যবহার করলে সেই জল শুকতে গ্যাস খরচ হয় বেশি। রান্নার আঁচ হবে মাঝারি।

মাংস সিদ্ধ করতে যেমন সময় লাগে তেমনই খরচ হয় জ্বালানি। তাই রান্নার আগে মাইক্রোওয়েভে সিদ্ধ করে নেওয়া ভাল। আর সেই উপায় না থাকলে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিন। আর গ্রিল করার জন্য খবরদার গ্যাস ব্যবহার করবেন না। গ্রিল করার জন্য টোস্টার বা ওভেন ব্যবহার করুন। করোনা আবহে বেশ কয়েকবার জল গরম হচ্ছে। বানাতে হচ্ছে চা-ও। এই জল একেবারে বেশি পরিমানে গরম করে রাখলে সুবিধা হবে। পরিশ্রমের পাশাপাশি সাশ্রয় হবে রান্নার গ্যাসও। এই কাজে ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার অথবা সোলার হিটারও ব্যবহার হতে পারে।

কোভিডের ধাক্কায় বেসামাল দেশ বড়সড় ক্ষতির মুখে বলিউড-টলিউড

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভয়াবহ করোনার দাপটে বেসামাল চলচ্চিত্র জগৎ। টলিউড হোক বা বলিউড কিংবা হোক দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, সর্বত্রই ছবিটা এক। অতিমারীর ছোবলে বেপথু হয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুভি ইন্ডাস্ট্রির উপার্জন কমেছে প্রায় অনেকটাই। ২০১৯ সালে যেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের আয় ছিল ১৯,১০০ কোটি টাকা, সেটাই বর্তমানে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭,২০০ কোটি টাকায়। আর হবে নাই বা কেন? একে তো, করোনা সংক্রমণে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন, কারও কারও মৃত্যুও হয়েছে। এসবের প্রভাব এসে পড়েছে কাজের উপর। তার উপর সংক্রমণের জেরে ছোট পর্দা হোক বা বড় পর্দা, কাজ বন্ধ থাকায় অসুবিধার মুখে পড়েছেন অভিনেতা থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু কলাকুশলীই। প্রেক্ষাগৃহগুলি প্রথমে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। পরে আবার খুললেও ফের বন্ধ হয়। অতিমারীর সময়ে চলচ্চিত্র সময়ের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার দিনমজুর কাজ হারিয়েছেন। সংখ্যাটা প্রায় সাত লক্ষ। ফিকির রিপোর্ট বলছে, এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০০০ থেকে ১,৫০০টি সিঙ্গল স্ক্রিন থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাল্টিপ্লেক্সগুলির অবস্থাও তথৈবচ। টিকিট বিক্রি থেকে আয়ের অঙ্কেও লক্ষণীয় ঘাটতি দেখা গিয়েছে। এখন যা ৪০০ মিলিয়ন, ২০১৯ সালে তা ছিল এর তিনগুণ বেশি। সব মিলিয়ে করোনা অতিমারীর জেরে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলচ্চিত্র শিল্পের এই বেহাল দশা দেখে, প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি, সিদ্ধার্থ রায় কাপুরের প্রতিক্রিয়া, "বছরটা খুব খারাপ গেল।" তবে অনেকেই মনে করেছিলেন, এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল ছবির বড় পর্দায় মুক্তি। এসভিএফ-এর (শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, বিষ্ণু মোহতার কথায়, "সাধারণত আমরা বছরে ১০-১২টি ছবি রিলিজ করি। কোভিডের সময় ওটিটিতে আমরা মাত্র চারটি ছবির রিলিজ করতে পেরেছি।

করোনার কবলে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির গোটা পরিবার, রেহাই পায়নি ছোট্ট মেয়ে সামিশাও

করোনার কবলে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির গোটা পরিবার। বাদ যায়নি ছোট্ট মেয়ে সামিশা এবং ছেলে বিয়ানও। তবে অভিনেত্রীর কোভিড (কোভিড-১৯) পরীক্ষার ফল নেগেটিভ। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন সেকথা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শিল্পা লিখেছেন, "গত ১০ দিন আমাদের পরিবারের কাছে খুবই কঠিন ছিল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, সমিশা, বিয়ান, আমার মা এবং স্বামী রাজ করোনায় আক্রান্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের ঘরে আইসোলেশনে রয়েছেন ডাক্তারের পরামর্শ ও গাইডলাইন মেনে। বাড়ির কর্মচারীদের মধ্যে দু'জন করোনা আক্রান্ত। তাঁদেরও চিকিৎসা চলছে। ঈশ্বরের কৃপায় এখন সকলেই অনেকটা ভাল আছেন। আমার করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। প্রোটোকল অনুযায়ী সমস্ত সুরক্ষাবিধি মানা হয়েছে। বৃহণ্মুম্বই পুরনিগম ও তাঁর আধিকারিকরা খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। এর জন্য কৃতজ্ঞ। পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন প্লিজ।

শুক্রবারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের) দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ২৬২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ফের দৈনিক সংক্রমণ বাড়ছে মহারাষ্ট্রে। বৃহস্পতিবারে রিপোর্টেই দেখা গিয়েছে, একদিনে সেখানে আক্রান্ত ৫৭ হাজারেরও বেশি মানুষ। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন অক্ষয় কুমার, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, ভূমি পেড়নেকর, ভিকি কৌশল, ক্যাটরিনা কাইফের মতো তারকারা। এবার শিল্পার পরিবারের খবর প্রকাশ্যে এল। বর্তমানে নাচের রিয়ালিটি শো 'সুপার ডান্সার'-এর বিচারক শিল্পা। শোনা গিয়েছে, সেই কাজ আপাতত বন্ধ রেখেছেন তিনি।

এদিকে, শুক্রবারই বর্ষীয়ান সেতারশিল্পী দেবু চৌধুরীর ছেলে প্রতীক চৌধুরীর করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। কোভিডের ছোবলেই পয়লা মে দেবু চৌধুরী প্রয়াত হন। বাবার মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রাণ হারালেন প্রতীক চৌধুরী। তিনিও প্রখ্যাত সেতারবাদক ছিলেন। প্রতীক চৌধুরীর স্ত্রী রুণা এবং কন্যা রাইনাও করোনায় আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে।

বাংলার হেঁশেল- ঠাকুরবাড়ির রান্না

বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য রান্নার বই "পাকপ্রণালী" প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। তার বছর তিনেক পর আসে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার মহাগ্রন্থ ১৯০২ এ। ঠাকুর বাড়ির হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে যে আশ্চর্য দক্ষতায় সুচারুভাবে তিনটি খণ্ড জুড়ে রান্নার বিষয়ে লিখেছিলেন তা অভাবনীয়। ঠাকুর বাড়ির আরেকজন মহিয়সী ইন্দিরা দেবী নিজে রান্না করতে না পারলেও ভালো রান্নার সমঝদার ছিলেন। শোনা যায়, বাজার সরকারের লম্বা খাতার ঢংয়ে একটি ডায়েরি বানিয়েছিলেন তিনি। যখনই কোথাও কোনও ভালো রান্না খেতেন তার রেসিপি সংগ্রহ করে লিখে রাখতেন সেই খাতায়। পরবর্তীকালে সেই অমূল্য খাতাটি তিনি দিয়ে যান আরেক গুণবতী কন্যে পূর্ণিমা ঠাকুর"কে। রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী রোজকার ক্ষুন্নিবৃত্তির বাইরে রান্নাও যে একটা শিল্প, সেকথা ভুলে যাই আমরা। অথচ বহু আটপৌড়ে বাঙালি রান্নাই নতুন চেহারা পেয়েছে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে। উপাদানের সামান্য তারতম্য আর রসিকজনোচিত প্রশ্রয়ে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলে ঢুকে সাধারণ রান্নাই হয়ে উঠেছে অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রবল উতসাহী ছিলেন নিত্যনতুন রেসিপি উদ্ভাবনে। "ঠাকুরবাড়ির রান্না" নামের বইটিতে ঠাঁই পেয়েছে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলের তেমনই নানা স্বাদের বৈচিত্র্যময় রান্নার বিপুল সম্ভার। রবিঠাকুরের জন্মদিনের প্রাক্কালে আজ যে দুটো রান্নার রেসিপি আমি দেবো, দুটোই লিপিবদ্ধ আছে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার বইটিতে। সেকালের রান্নার স্বাদ-গন্ধ এক রাখতে পরিমাপগুলো একই রেখেছি-

মাটন হট কারি

উপকরণ- মাংস ৫০০ গ্রাম হলুদ ৪ ১/২ ইঞ্চি শুকনো লংকা ৬ টি মাঝারি পেঁয়াজ ২ টি আদা ৬ গ্রাম বড় পেঁয়াজ ১ টি ঘি ৩ চামচ ছোলার ছাতু ১ বড় চামচ নুন ১১/২ চামচ প্রণালী-

হলুদ, লংকা, আদা আর মাঝারি পেঁয়াজ বেটে নিতে হবে। মাংস ধুয়ে রাখো। বড় পেঁয়াজ চাকা কেটে রাখো।

ঘি দিয়ে তাতে বড় পেঁয়াজ দাও। আধা ভাজা হলে পেষা মশলা। ছাতু দাও। প্রায় মিনিট ১০ পরে জল টেনে আসলে জলের ছিটা দিয়ে আরও খানিকক্ষণ কষাতে হবে। এবার মাংস ছেড়ে কষো। আরও মিনিট পাঁচ ভাজো।তারপর প্রায় ৪ কাপ জল দিয়ে ঢাকা দাও। আবার মিনিট দশ পরে ফুটে উঠলে, হাঁড়ি দমে বসাতে হবে প্রায় ৪৫ মিনিট। দমে আস্তে আস্তে রান্না হবে, সুসিদ্ধ হবে মাংস।

সহজ জেলি

উপকরণ- জল ২ কাপ জেলি পাউডার ৪ চামচ চিনি ১/৪ কাপ কমলার রস ৩/৪ কাপ ফলের টুকরো পছন্দের মতো প্রণালী-

জেলি পাওডার ভিজিয়ে রাখো। হাঁড়িতে জেলি র মিক্স আর চিনি দাও। মিনিট দশ ফুটে উঠলে কমলার রস মিক্স করবে। ওপরে ফেনা আসবে, ভালো করে ফুটে গেলে, ছাঁকনিতে ছেঁকে নেবে, তারপর কেকের মোল্ড-এ ঢেলে দাও। ফলের টুকরো মেশাও, ফ্রিজে রাখো। ৪-৫ ঘণ্টা পর খাবে। শমিতা হালদার, গুরগাঁও-এর বাসিন্দা, সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেও পেশায় একজন অনলাইন কুকিং ট্রেনার এবং হোম শেফ। যুক্ত আছেন রান্না সংক্রান্ত একাধিক ব্লগের সঙ্গে। বর্তমানে সারা দেশে এবং পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তাঁর ছাত্রছাত্রী। রান্না ছাড়াও দুস্থ বাচ্চা এবং মহিলাদের নিয়ে কাজ করেন। কোভিড আবহে সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগে কোভিড পেশেন্টদের পরিবারে পাঠাচ্ছেন বেসিক মিল।

কভিড-প্রতিষেধক নেওয়ার পর নানা রমক শারীরিক সমস্যা? কী করলে রেহাই পাবেন

দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে কোভিড টিকাকরণের তৃতীয় পর্ব। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিরাও এখন প্রতিষেধক নিতে পারছেন। কিন্তু অনেকেই প্রতিষেধকের পার্শপ্রতিক্রিয়ায় ভয় পাচ্ছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, টিকাকরণের পর যদি হালকা জ্বর, ক্লান্তি, গায়ে ব্যথা বা বমির প্রবণতার মতো কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখতে পান, তা হলে জানবেন সেটা সুখবর। কারণ তার মানে, আপনার শরীরে প্রতিষেধক কাজ করছে। এই উপসর্গগুলি অনেকটাই কোভিডের সঙ্গে মিলে যায়। সাধারণত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিলিয়েও যায়। তবে এই পার্শপ্রতিক্রিয়াগুলি সামান্য অস্বস্তিকর হতে পারে। তাই কী করে রেহাই পাবেন, জেনে নিন।

ব্যথা কমানোর ওষুধ প্রতিষেধক নেওয়ার পর হাতে (যেখানে টিকা দেওয়া হয়েছে) ব্যথা হতে পারে। সারা গায়েও ব্যথা অনুভব করতে পারেন। ব্যথা কমানোর ওষুধ নিলে প্রতিষেধকের প্রভাব কমে যাবে, এমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও আমাদের সামনে আসেনি। তবে ডাক্তাররা মনে করছেন, টিকাকরণ হওয়ার পরই কোনও পেনকিলার না নেওয়াই শ্রেয়।

জ্বর

অনেকেরই হালকা জ্বর হচ্ছে টিকা নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ডোজের পর। প্যারাসিটামল নিয়ে জ্বর কমাতেই পারেন। তবে ওষুধ না খেতে চাইলে জলপট্টি দিলেও সাময়িক ভাবে আরাম পাবেন।

বমির প্রবণতা

টিকা নেওয়ার পর একটু বমি বমি ভাব হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। লেবু-জল, আদা চা বা পিপারমেন্ট টি খেলে অনেকটাই ভাল লাগবে। কী খাচ্ছেন খেয়াল রাখুন। খুব তেল-মশলা দেওয়ার রান্না বা প্রসেস্ড ফুড টিকে নেওয়ার পর কয়েকদিন না খাওয়াই ভাল। প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াও দরকার। শরীরের ক্লান্তি ভাব কমবে। জলের পাশাপাশি, ফলের রস, ঘোল, ডাবের জল, লস্যি, ফল-সব্জির স্মুদিও খেতে পারেন। ডিহাইড্রেশন যাতে কোনও মতেই না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কোভিড-আর্ম

যে হাতে টিকা দেওয়া হচ্ছে, সেই হাতটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলে ব্যথা হতে পারে। একে বাল হচ্ছে কোভিড-আর্ম। ব্যথা দূর করতে বরফ লাগাতে পারেন। হাতের ফোলা ভাব বা র‍্যাশ কমবে বরফ লাগালে। হাত যাতে শক্ত না হয়ে যায়, তাই একটু একটু করে হাত নাড়ানো প্রয়োজন। হাতের কিছু সহজ স্ট্রেচিংয়ের ব্যায়াম করতে পারেন।

গায়ে ব্যথা

ক্লান্তি ভাব বা গায়ে ব্যথা কমানোর জন্য অল্প গরম জলে নুন মিশিয়ে স্নান করুন। দিনের শেষে এক গামলা গরম জল করে তাতে বাথ সল্ট দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখতে পারেন।

শরীরচর্চা

টিকাকরণের পর হালকা ব্যায়াম বা যোগ ব্যায়াম করলেও উপকার পাবেন। তবে মনে রাখবেন, শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। টানা ঘুম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং কিছু নিঃশ্বাসের ব্যায়াম দরকার। তাড়াহুড়ো করে কঠিন শরীরচর্চা শুরু করে দেবেন না।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের।

ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

শ্যাম্পু ব্যবহারে সুগন্ধময় কেশ

বেশ পরিপাটি হয়ে মাথা ঢেকে বের হলেও এই ঋতুতে ঘামের কারণে চুলের গোড়া ভিজে থাকে। আবার হঠাৎ বৃষ্টির কারণে চুলে লেগে থাকা পানি শুকাতেও সময় নেয়। ফলাফল মাথায় গন্ধ হওয়া আর চুলের বারোটা বাজা।

মাথার ত্বক ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে, চুলে শুধু বাজে গন্ধই হয় না, সঙ্গে দেখা দিতে পারে খুশকি বা হতে পারে ফাঙ্গাসের আক্রমণ। তাছাড়া হিজাব ব্যবহার করলে চুল দূষণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা পেলেও, মাথার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঘাম ও মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল বা সেবাম নিঃসরণের কারণে চুলকানি ও দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

তাই বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা উচিত। পাশাপাশি প্রতিদিন পরিষ্কার হিজাব ব্যবহার করতে হবে। মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা, খুশকি দূর করা চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধময় কেশের জন্য একক সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যায় 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু।

এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ময়লা ভালো মতো পরিষ্কার করে। খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এর সুগন্ধ কেশ দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

আর শ্যাম্পু করার সময়, আগে ও পরে যদি কিছু নিয়ম মেনে চলা হয় তবে শ্যাম্পুর পুরো উপকারটা পাওয়া যায়।

স্টিম করা: মুখে স্টিম নিলে গভীর থেকে যেমন তেল ময়লা বেরিয়ে আসে, চুলের বেলাতেও তাই। স্টিম নিলে চুলের গোড়ায় জমে থাকা সেবাম, খুশকি ও ময়লা আলগা হয়ে উঠে আসে। এজন্য একটা তোয়ালে গরম পানিতে ডুবিয়ে নিংড়ে মাথায় জড়িয়ে রাখতে হবে ২০ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করতে হবে।

মালিশ: শ্যাম্পু করার আগে চুলের গোড়ায় আঙুল দিয়ে কয়েক মিনিট মালিশ করে নিলে ময়লাগুলো আলগা হয়ে উঠে আসবে, দুর্বল চুলও উঠে যাবে।

ঠাণ্ডা পানিতে শ্যাম্পু: গরম পানি চুলের স্বাভাবিক তেল নষ্ট করে। ফলে রুক্ষ হয়ে যায় চুল। অন্যদিকে ঠাণ্ডা পানি চুলের আর্দতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই সবসময় ঠাণ্ডা বা কুসুম গরম পানি মাথায় ঢালতে হবে। ফলে শ্যাম্পু করার পর চুল অনেক বেশি উজ্জ্বল আর চকচকে দেখাবে।

শ্যাম্পুর উপাদান: প্যারাবেন বা সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। এই দুই রাসায়নিক মাথার ত্বকে প্রদাহ বা অ্যালার্জির কারণ হয়ে উঠতে পারে, তা ছাড়া ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও এই দুটি রাসায়নিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পুতে এই দুই উপাদান নেই।

শ্যাম্পু লাগাতে হবে মাথার ত্বকে: অর্থাৎ প্রথমে চুলে নয় আগে 'স্ক্যাল্প' বা চুলের গোড়ায় শ্যাম্পু মাখাতে হবে। চুলে শ্যাম্পু লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই এর স্বাভাবিক তেলের আস্তরণটি নষ্ট হয়ে যায়, চুল রুক্ষ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তাই শ্যাম্পু শুধুমাত্র স্ক্যাল্পেই লাগাতে হয়। ভালো করে ঘষে ফেনা করে নিতে হবে। সেই ফেনাই বাকি চুলে লেগে চুল পরিষ্কার রাখবে। শ্যাম্পুর সময় হালকা মাসাজ করুন: শ্যাম্পুতে ফেনা তোলার জন্য আঙুলের ডগা দিয়ে চুলের গোড়ায়, মাথার তালুতে কোমলভাবে মালিশ করুন। স্ক্যাল্পে জমে যাওয়া ময়লা উঠে আসবে। তাছাড়া মালিশের ফলে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন হবে, ফলে চুলের গোছও ভালো থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে শ্যাম্পু না করা: ভেজা অবস্থায় চুল খুব স্পর্শকাতর অবস্থায় থাকে, সামান্য এদিক ওদিক হলেই তা ভেঙে ঝরে যেতে পারে। তাই বেশিক্ষণ ধরে শ্যাম্পু করলে চুল দুর্বল হয়ে যায়। চুল ভেজানোর পর ১৫ মিনিটের মধ্যে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনিং, দুটোই সেরে ফেলতে হবে।

গোটা অসমে লকডাউন নয়, আগামী সাতদিনের পরিস্থিতি বুঝে ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, তিনসুকিয়ায় কঠোর বিধিনিষেধ জারি হবে : মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ মে (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কাঁপাচ্ছে গোটা দেশ। রাজ্যের পরিস্থিতিও ভয়ানক। হু -হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এতে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যা প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষের। রাজ্যে ঘোষণা হবে নাকি লকডাউন? এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে বর্তমানে লকডাউনের সম্ভাবনা অসমে নেই। তবে আগামী সাতদিন ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, তিনসুকিয়ার পরিস্থিতির যদি উন্নতি না হয় তা-হলে লকডাউন নয়, আরও কঠোর বিধিনিষেধ জারি হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ শুক্রবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে কোভিড ব্যবস্থার নিরীক্ষণ করেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সভাকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষ ডা. অচ্যুৎ বৈশ্য, এনএইচএম-এর পরিচালন অধিকর্তা লক্ষ্মণন এস, এনাইচএম-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা মনোজ চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করে হাসপাতালে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত ব্যবস্থার খতিয়ান নিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের কার পার্কিংস্থলে যে ২০০টি আইসিইউ শয্যা সংবলিত কক্ষ নির্মাণ হচ্ছে তাও পরিদর্শন করেছেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাতদিন কোভিড রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দেন। গভীর রাতে যদি কোনও রোগী হাসপাতলে আসেন তা-হলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা প্রদান করার সাথে চিকিৎসকদের কোভিড রোগীদের নিয়মিত পরীক্ষা করা, রোগীদের টেলিমেডিসিনের ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু করার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। হোম কোয়ারেন্টাইন থাকা দুস্থ কোভিড রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং অতি শীঘ্র রোগীরা যাতে কোভিড কেয়ার সেন্টারে আসতে পারেন সেজন্য অতিরিক্ত একশোটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের সাথে মতবিনিময় করে বলেন, কনটেইনমেন্ট জোনের ভিতরে অবস্থানকারী দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকদের দুহাজার টাকা করে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হবে। এর সাথে কোভিড আক্রান্ত ৫০-উর্ধ ব্যক্তিদের হাসপাতালে থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে। ১৭ মে থেকে গুয়াহাটিতে প্রতিদিন ২০ হাজার করোনা পরীক্ষা করানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩০০ বিছানা যুক্ত কোভিড হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে ডাউনটাউনে। আর বোন্দা ক্যাম্পাসে আরও একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা জানান। তিনি অভয় দিয়ে জানান, রাজ্যে এ পর্যন্ত ২৭ লাখ ৫৬ হাজার ৭৯০ জনকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩ লাখ, ৭০ হাজার ভ্যাকসিন রাজ্য সরকারের হাতে মজুত রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে কার পার্কিংস্থলে ২০০ শয্যার আইসিইউ নির্মাণের জন্য জোর কদমে কাজ চলছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া কালাপাহাড়ে ২৪টি আইসিইউর কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, অসমে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন মজুত রয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে ২৫ মেট্রিক টন অক্সিজেন প্রদান করছে।

রাজ্যের চা বাগানের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নতুন এসওপি আগামীকাল স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রকাশ করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আগের নির্দেশনায় চা বাগানের কোনও কথা উল্লেখ না থাকার ফলে সুবিধা বুঝে বহু চা বাগানের মালিক এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন, যা উদ্বেগজনক বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের মন্ত্রীরা বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করে কোভিড পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে চলেছেন।

শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দিরে হাল খাতার যাত্রা। ছবি ঃ নিজস্ব

বিদায়ী কাউন্সিলারের উদ্যোগে মায়ের কোলে ফিরল ৩ মাসের শিশু

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : রাস্তা থেকে ৩ মাসের শিশুকে উদ্ধার করে নিজের সন্তানের মতোই আগলে রাখলেন বিদায়ী কাউন্সিলার। পরে খোঁজ মেলায় মায়ের কোলে শিশুসন্তানকে ফিরিয়ে দিলেন তিনি। শুক্রবার এলগিন রোডের বাসিন্দারা সাক্ষী থাকলেন এমনই এক মানবিক ঘটনার।

একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বসে রয়েছেন এক ব্যক্তি। পরনে সাদা জামা সঙ্গে থ্রিকোয়ার্টার প্যান্ট। গলায় রয়েছে মোটা সোনার চেন, পকেটে ৫০০ টাকার নোটের বাণ্ডিল। টাক মাথা। যাকেই দেখছেন, শিশুটিকে নিয়ে যেতে বলছেন। ৬ নং এলগিন রোডের ধারে পথচলতি মানুষ এই কাণ্ড দেখে হতবাক।

এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় পুর-কোঅর্ডিনেটর অসীম বোস এসে পৌঁছয়। তিনি এসে দেখেন, মাটিতে শুয়ে রয়েছেন ওই ব্যক্তি, পাশেই খেলে বেড়াচ্ছে শিশুটি। প্রশ্ন করা হলে, ওই ব্যক্তি নিজেকে জয়দীপ সেন বলে পরিচয় দেন। নিজেকে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বলেও দাবি করেন। অথচ, বাড়ি কোথায় তা বলতে পারেন না। আর এতেই সন্দেহ হয় সকলের।

দেরি না করে অসীম বসু ফেসবুক লাইভ শুরু করেন। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে এই খবর সম্প্রচারিত হয়। খবর দেওয়া হয় ভবানীপুর থানায়। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে এসএসকেএম-এ নিয়ে যায়। এদিকে শিশুটিকে আগলে রাখেন পুর-কোঅর্ডিনেটরের স্ত্রী। তিনি বলেন, ''শিশুটিকে যখন আনা হয় ও সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিল। ওকে সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় যা যা করার দরকার আমরা করেছি। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছি। ও কে, কোথা থেকে এসেছে এসব কিছু আমরা ভাবিনি।''

কিছুক্ষণ পরেই শিশুটির পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়। অসীম বসু জানান, শিশুটির সঙ্গে থাকা ওই ব্যক্তির নাম অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়। যদিও প্রথমে নিজেকে জয়দীপ সেন নামে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। অসীমবাবু বলেন, ''তাঁর পরিবার জানিয়েছে, উনি গতকাল রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু শুক্রবার সকালে ফের বাড়িতে ফেরেন এবং তারপর শিশুকে নিয়ে বাড়ি ছাড়েন। তিনি গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছিলেন।

এদিকে ফুলবাগান থানায় সন্তান ও স্বামী নিখোঁজের অভিযোগ করেছিলেন মুখোপাধ্যায় পরিবারের গৃহবধূ। শিশুটির নাম দ্বিজ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দুই পিসেমশাই এসে শিশুটিকে নিয়ে যান। মুখোপাধ্যায় পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতেই অনির্বাণের আরটি-পিসিআর রিপোর্ট পজেটিভ আসে। এরপরেই তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। তাঁকে এসএসকেএম থেকে কোনও করোনার চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বরাকের কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে শনিবার তিন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক মন্ত্রী পরিমলের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : বরাক উপত্যকার কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের বন ও পরিবেশ, আবগারি এবং মৎস্যমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য তিন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আগামীকাল শনিবার পৃথক পৃথক তিনটি বৈঠকে মিলিত হবেন। মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য এদিন শিলচরে জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সকাল দশটায় জেলাশাসকের সভাকক্ষে প্রথম বৈঠক করবেন।

এর পর বেলা দেড়টায় করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ওই জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। বিকেল চারটায় উপত্যকার তিন জেলার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে অনুরূপ আরেকটি বৈঠকে মিলিত হবেন।

মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বরাক উপত্যকার কোভিড পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করতে আজ শুক্রবার বিকেলে শিলচরের উদ্দেশ্যে গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা হয়েছেন। মন্ত্রী শুক্লবৈদ্যকে বরাক উপত্যকার তিনটি জেলার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়বলির সামগ্রিক ইনচার্জ করা হয়েছে। মন্ত্রী শনিবার বরাকের তিন জেলার সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসনের সাথে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। তিনি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে হাসপাতালের শয্যা, অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ভয়ঙ্কর ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবেন।

দ্বিতীয় মেয়াদে মন্ত্রী হওয়ার পরে বরাক উপত্যকায় প্রথম সফরে আসছেন মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য। তিন জেলার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি বিশদ প্রতিবেদন দাখিল করবেন তিনি। এদিকে শুক্রবার করিমগঞ্জ জেলায় ৪৯ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন।

এদিন মোট ১০৩৫ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়। যার মধ্যে আরএটি টেস্টে ৪২ জন এবং ৭ জন আরটি-পিসিআর টেস্টে করোনা পজিটিভ হিসাবে শনাক্ত হয়েছেন। শুক্রবার পর্যন্ত জেলায় মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭২০-। এঠাড়া এদিন ১০৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে।

করোনার আবহে জৌলুসহীন ঈদোৎসব ও অক্ষয়তৃতীয়া পালিত করিমগঞ্জ জেলায়

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ মে (হি.স.) : সম্পূর্ণ জৌলুসহীন ভাবেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঈদ উৎসব পালিত হলো করিমগঞ্জ জেলায়। সরকারি নির্দেশ অনুসারে কোভিড-১৯ প্রটোকল মেনে ঈদের নামাজ আদায় করতে ঈদগাহ বা মসজিদ-মুখো হননি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেদের জমায়েত, আনন্দ, কোলাহল, একে অন্যের সঙ্গে আলিঙ্গন আর ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে ঈদগাহ ময়দানে যে আবেগ মধুর পরিবেশের সৃষ্টি হত, সেই চিরাচরিত মধুর পরিবেশে করোনার কারণে ফিকে পড়ে যায়। গত বছরও করোনা ঈদের আনন্দ কেড়ে নিয়েছিল। এবারও করোনার কারনে ঈদের আনন্দ অধরাই থেকে গেল।

মারণ ব্যাধি করোনা ভাইরাসের দাপটে যখন সারা বিশ্ব তটস্থ, তখন এই সংকটজনক সময়ে সাধারণ জনগণের জীবন রক্ষায় এবং করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্যে একপ্রকার মিনি লকডাউন চলছে। ফলে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার অফিস, আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশের দরুন ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেদের ঈদগাহ ময়দানে জমায়েত না হয়ে ঘরের মধ্যেই ঈদের নামাজ আদায় করতে হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত করিমগঞ্জ জেলার সর্ববৃহৎ ঈদগাহ হচ্ছে শহরের সেটেলমেন্ট রোডস্থিত ''টাউন ঈদগাহ''। প্রতিবছর ঈদ-উজ-জোহা ও ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে এই ঈদগাহ ময়দান এক মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঈদের দিন সকাল থেকেই ঈদগাহ-এর সম্মুখস্থ সুতারকান্দিগামী জাতীয় সড়কের উভয় পাশে বসত নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রীর দোকান। আক্ষরিক অর্থে মেলার রূপ ধারণ করত সংশ্লিষ্ট এলাকায়। কঁচিকাচাদের ভিড় জমত এই এলাকায়। এদিন সকাল থেকেই সেটেলমেন্ট রোডে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের ভিড় উপচে পড়ত। জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কালোঘাম ছুটে যেত। কিন্তু অদৃশ্য এক মারণ ভাইরাসের কারণে ওই দৃশ্য শুধু স্মৃতির পাতায়ই রয়ে গেছে এবারও। শুধু টাউন ঈদগাহ নয়, জেলার সবকটি ঈদগাহ ময়দানের দৃশ্য ছিল জনমানব শূন্য।শুধু ঈদ-উল-ফিতর নয়, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আজ মহা অক্ষয়তৃতীয়ার পর্ব ছিল। আজকের এই পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেদের মন্দিরে কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জাঁকজমক করে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি। শহর এলাকায় দুপুর একটা থেকে কার্ফু বলবৎ থাকায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুভ অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষে কোনও ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় রীতি আনুসারে পয়লা বৈশাখ, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে দোকান কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে 'গণেশ পূজা'-র আয়োজন করেন ব্যবসায়ীরা। এদিন বিভিন্ন মন্দির কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পুজোর রীতি রয়েছে। কিন্তু করোনাকালে এ-সব শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান থেকেও বিরত থাকেন সনাতন ধর্মাবলম্বী লোকেরা।

অসমের শিবিরে রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আক্রান্তরা, ঘরে ফেরার অনুরোধ ধনখড়ের

ধুবরী, ১৪ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসায় অসমের আশ্রয় শিবিরে ঠাঁই নেওয়া আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। শুক্রবার অসমের আগমনীর রাঙ্গাপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিবির ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে অভিযোগ জানাতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আক্রান্তদের পরিবার। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সাথে কথা বলে তাঁদের রাজ্যে ফিরতে অনুরোধ করেন তিনি। আজ সড়ক পথে অসমে যান রাজ্যপাল। অসমের ধুবরী জেলার আগমনিতে যান জগদীপ ধনখড় রাঙ্গাপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিবিরে আক্রান্তদের সাথে কথা বলেন। যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন কোচবিহারের বক্সিরহাট এলাকার আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের সাথে কথা বলতেই অসমের সেই শিবিরে যান তিনি। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করে সেখানকার বাসিন্দাদের রাজ্যে ফিরতে বলেন। যাঁরা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই ঘরছাড়া, আতঙ্কে আশ্রয় নিয়েছেন অসমের আগমনী এলাকার প্রাথমিক স্কুলে তাঁদের নির্ভয়ে রাজ্যে ফিরতে অনুরোধ করেন রাজ্যপাল। রাজ্যে শান্তি ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়ে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে অভিযোগ জানাতে কান্নায় ভেঙে পড়ে আক্রান্তদের পরিবার।

দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের অবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবি তফশিলী জাতি কমিশনের

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতির লোকেদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে। ওনাদের উপর অত্যাচারে পুলিশ দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে রয়েছে, জেলা প্রশাসন চোখ বন্ধ করে রয়েছে। দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক। শুক্রবার এই অভিযোগ করেন তফসিলি জাতি কমিশনের চেয়ারম্যান বিজয় সম্পলা।

২ দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফর শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এই মন্তব্য করেন। সম্পলা বলেন, আমরা প্রবীণদের কাছ থেকে ১৯৪৭ সালের যে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক কথা শুনেছি সেই একই অভিজ্ঞতা আমার মিল্কিপাড়া গ্রামে পর্যবেক্ষণকালে হয়েছে। সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে ১২ টি দোকান ভাঙা হয়েছে, লুট করা হয়েছে।

সম্পলার অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দাঙ্গাবাজদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে এবং এ কারণেই বর্ধমান জেলার নবগ্রাম গ্রামে ক্ষুব্ধ দলিত পরিবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন এবং দাঙ্গাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধুই গ্রামেই নয়, বর্ধমান শহরের মধ্যেই আক্রমন করে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভাঙা হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে, ভয়ের কারনে পুরো এলাকা খালি হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ চোখ কান বন্ধ করে রেখেছে।

সম্পলা বলেন, পুলিশ তফসিলি জাতি নৃশংসতা রোধ আইন আইনের ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর আওতায় অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে একটি এফআইআর করতে হয়, তারপরে অভিযুক্তকে সরাসরি গ্রেফতার করে পরে তদন্ত শুরু হয়। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিক আধিকারিকরা তফসিলি জাতি নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ দলিত পরিবার ক্ষতিপূরণ পাননি।

সম্পলার অভিযোগ, ''ক্ষতিপূরণ ছাড়ুন ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা জেলা প্রশাসনের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়নি। তাদের ক্ষয়ক্ষতি অনুমান করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত তাদের কোনও ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়নি। যতদিন পর্যন্ত ওনাদের পুনর্বাসন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত প্রশাসনকে ওনাদের ৩ বেলার আহারের জন্য রেশন আর মাথা গোঁজার জন্য আশ্রয় দিতে হবে। যেটা এই পর্যন্ত প্রশাসন ব্যবস্থা করতে পারেনি। সম্পলা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তফসিলি বর্ণ নৃশংসতা প্রতিরোধ আইনের ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের অবিলম্বে বরখাস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কৃষকখাতে পুরো টাকা আদায়ে উদ্যোগী হোন মমতা, দাবি তিন বিজেপি কৃষক-বিধায়কের

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে মূলত কৃষিজীবীদের ভোটে জেতা বিজেপি-র ৩ কৃষক পরিবারের বিধায়ক চাইছেন, ক্ষমতায় না এলেও কৃষকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হোক বাংলার চাষিদের। এর ফলে বিজেপি-র ভাবমূর্তি ভাল হবে। তাঁরা মনে করেন, মোদীজী কথা রাখছেন। তবে চাষিদের টাকা আদায়ে উদ্যোগী হতে হবে রাজ্য সরকারকেই। দেরিতে হলেও রাজ্যের চাষিরা 'কিসান সম্মান নিধি' প্রকল্পের টাকা পেতে শুরু করলেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে এতদিন না পাওয়া টাকাও দেওয়া হবে বলে ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিল গেরুয়া শিবির। কিন্তু সেই স্বপ্ন অধরা থেকে যাওয়ায় বাংলার কৃষকরা সেই টাকা পাবেন না বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আংশিক টাকা পেলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্প চালু করার পরে শুক্রবার ছিল অষ্টম কিস্তির টাকা দেওয়ার দিন। কিন্তু বাংলায় আগে প্রকল্প চালু না হওয়ায় এতদিন টাকা পাননি রাজ্যের কৃষকরা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট প্রচারে মোদী নিজে ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই প্রকল্পে টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত হবে। শুধু তাই নয়, বাংলার কৃষকরা আগে না পাওয়া ১৮ হাজার টাকা এককালীন পাবেন।

৭টি কিস্তিতে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া ছাড়াও দেশজুড়ে লকডাউনের সময় দু'বার ২ হাজার টাকা করে দিয়েছিল কেন্দ্র। ৮ দফার ভোটের মাঝখানেই ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে প্রত্যয়ী মোদী বাংলার রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের কৃষকদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করারও ডাক দিয়েছিলেন। পরে ওই ১৮ হাজার টাকার কথা বিজেপি-র ইস্তাহার 'সঙ্কল্প পত্র'-এও জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু এখন কি আর উদ্যোগী হবে কেন্দ্র? এমন প্রশ্নের জবাবে রাজ্য নেতারা বলছেন, ক্ষমতায় না আসায় ইস্তাহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি পূরণের দায় নেই দলের। কিন্তু ৩ কৃষক বিধায়ক অন্য কথা বলছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট নিজেও কৃষিকাজ করেন। তিনি চান কেন্দ্র পুরনো টাকাও দিক। তবে সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শীতলবাবু বলেন, ''কেন্দ্র সবসময়েই মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চায়। সেটা কৃষক, মহিলা, পড়ুয়া সকলের জন্যই। কিন্তু রাজ্য সরকারের বাধায় অনেক কিছু করা যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেদ বজায় রাখার জন্যই এটা হয়েছে। এখন ওঁরও শিক্ষা পাওয়া দরকার। এখন মমতা যদি ভুল বুঝে কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেন তবে বাংলার চাষিরা ওই সুযোগ পেতে পারেন। আমি সব সময়েই চাই কৃষকদের ভাল হোক।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''রাজ্যে আমরা হেরে যাওয়ার পরেও মোদী'জি কথা রাখছেন। আমরা ক্ষমতায় এলে আরও বেশি মিলত।''

হুগলির গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, ''আমি নিজেও কৃষক। আমিও 'কৃষক সম্মান নিধি'-র টাকার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু এতদিন পাইনি। আমি চাই, রাজ্য সরকার ওই বকেয়া টাকাও চেয়ে নিক কেন্দ্রের থেকে। কৃষকরা যত বেশ পাবেন ততই ভাল। তবে কৃষকের ঘরে সেই টাকা আসুক যেমন চাই, তেমন রাজ্যের মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা যাতে পায় সেটাও চাই।''

একই সঙ্গে বিশ্বনাথবাবু বলেন, ''নিজে কৃষক হওয়ায় কৃষিজীবী মানুষের কষ্টটা আমি বুঝি। এবার তিল নষ্ট হয়ে গেল, মাঠে বৃষ্টির জলে ধান ভাসছে। কৃষকের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্র যে প্রয়াস নিয়েছে তাতে সহযোগিতা করুক রাজ্য সরকার। মনে রাখতে হবে, কৃষকরাই সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাজ্যের খুবই কম কৃষকের তালিকা পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। আরও কৃষক যাতে এই সুবিধা পায় তার জন্য আমি নিজে বিধায়ক হিসেবে তালিকা তৈরির কাজ করব।' মালদহের গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণও কৃষক পরিবারের প্রতিনিধি। আবার তিনি যে বিধানসভা আসনের প্রতিনিধি সেটাও কৃষিনির্ভর। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের না পাওয়া টাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার যদি এ বিষয়ে উদ্যোগঈ হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই ভাববে। আমি মনে করি, বাংলার কৃষকদের কথা ভেবে সেটা করবেন মোদীজি। কিন্তু আমরা যেহেতু ক্ষমতায় নেই, তাই চেষ্টাটা রাজ্য সরকারকেই করতে হবে।'হিন্দুস্থান সমাচার/

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাইল ফলক, রোগ নির্ণায়ক ময়নাতদন্ত ব্রজ রায়ের মরদেহে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : প্রয়াত ব্রজ রায়ের মরদেহে রোগ নির্ণায়ক ময়নাতদন্ত অর্থাৎ প্যাথোলজিক্যাল পোস্টমর্টেম হল শুক্রবার। করোনায় মৃত ব্রজবাবুর দেহে এই পরীক্ষা হল। আর কোথাও এ রকম রোগে মৃতের এই পরীক্ষা হয়নি বলে বিশেষজ্ঞদের দাবি। রাতে তাঁর দেহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৎকার করার কথা।

বৃহস্পতিবার প্রয়াত হন মরণোত্তর দেহ ও অঙ্গদান আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্রজ রায়। একাধিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।গণদর্পণ নামে গোষ্ঠীর প্রধান ব্রজবাবু ছিলেন বাংলায় দেহদান, অঙ্গদান আন্দোলনের পুরোধা। পাশাপাশি দীর্ঘ বাম আন্দোলনের ইতিহাস জড়িয়ে ছিল তাঁর সঙ্গে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট ধারার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তিনি।

শুক্রবার সন্ধ্যায় 'গণদর্পণ'-এর সম্পাদক শ্যামল মুখোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই প্যাথলজিক্যাল অটোপসির অপরিসীম মূল্য রয়েছে। এটা সাধারণ অর্থাৎ মেডিকো লিগ্যাল ময়না তদন্ত নয়। এই ব্যবস্থার দাবী ব্রজদা দীর্ঘদিন করে এসেছেন। আমরা অনেকদিন ধরেই এটা চালুর কথা বলছি। গতকাল ব্রজদা-র মৃত্যুর পর স্বাস্থ্য দফতরকে বলি।

এই আবেদনকে মান্যতা দিয়ে মরদেহ এদিন সরকারি ব্যবস্থাপনায় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এই ব্যবচ্ছেদ হয়। আর কোথাও করোনায় কোনও মৃতের রোগ নির্ণায়ক ময়না তদন্তর কথা শোনা যায়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা একটা মাইল ফলক বলে মনে করেন অনেকে।

এদিকে, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র টুইটে জানিয়েছেন, মরণোত্তর দেহদান, চক্ষুদান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কলা-কোষদান আন্দোলন তথা গণদর্পণ পত্রিকার প্রাণপুরুষ ব্রজ রায়ের জীবনাবসানে আমাদের শোক, শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং তাঁর পরিবার পরিজনসহ অসংখ্য অনুরাগীদের সমবেদনা জানাই। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁর হাতে অঙ্গীকারপত্র দিয়ে পাওয়া কার্ড আমৃত্যু কাছে থাকবে।''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মুঙ্গিয়াকামী থানার অধীন ৪৩ মাইল এলাকায় একটি ট্রাক আটক করে বিস্তর পরিমাণে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ট্রাক চালক পাঞ্জাবের বাসিন্দা জারনাল সিং। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে মুঙ্গিয়াকামীর দক্ষিণ গকুলনগর এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে।। পোকামাকড় মিশ্রিত কাঁচা কুঁয়োর জল একমাত্র আমাদের ভরসা। প্রখর রুদ্র তপ্তদিনেও একই জল। আর জল বাহিত রোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী। জল সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার স্থানীয় এডিসি ভিলেজ এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লক প্রশাসনের নজরে নিলেও আখের কোন লাভালাভ হয়নি। ভোটের সময় প্রশাসন থেকে স্থানীয় নেতৃত্বরা জল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও ভোট ফুরিয়ে যেতেই জল সমস্যা একই তিমিরে। কথাগুলি বলছিল এক উপজাতি রমণী। প্রসঙ্গ পানীয় জলের সমস্যা। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের দক্ষিণ গকুলনগর এডিসি ভিলেজের চিন্তা কুমার পাড়া। এই উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামটিতে প্রায় শতাধিক পরিবারের বসবাস। ছড়ার পাশে একটি কাঁচা কুয়োর উপর নির্ভর থাকতে হয় তাদের। কাঁচা কুঁয়োর জল পোকামাকড় মিশ্রিত। এই অপরিশোধিত জল দিয়েই তারা জলতেষ্টা নিবারণ করে মঙ্গিয়াকামী ব্লক এবং দক্ষিণ গকুলনগর এডিসি ভিলেজ প্রশাসনের বদান্যতার কারণে। যার ফলে চিন্তা কুমার মলসুম পাড়ার গিরি বাসীদের মধ্যে জল বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় অহরহ ভাবে। অভিযোগ ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন হয়ে যায় দীর্ঘ এক মাস পূর্বে। অথচ ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কমল কলই এলাকায় আসেননি জল সমস্যা নিরসনের জন্য। অথচ তাদের জল সমস্যা যে নিত্যদিনের সঙ্গী। এই গ্রীষ্মের প্রখর রুদ্র তপ্তদিনে এলাকার উপজাতি গিরি বাসীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা জলের জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হয় বলে অভিযোগ করে জানায় এলাকারই এক রমণী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এবার করোনা রোধক টিকা পেতে চলেছেন ব্যাঙ্ক ও বীমাকর্মীরা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.) : এবার অবিলম্বে ব্যাঙ্ক এবং বীমা সংস্থার কর্মীদের টিকা দেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে সরকার নির্দেশ দিল কেন্দ্র সরকার। শুক্রবার রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিবদের এই সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সচিব দেবাশিস পান্ডা। চিঠিতে তিনি লেছেন, ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জরুরিভিত্তিতে টিকা দিতে হবে। পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক-বীমা পরিষেবা প্রদানকারীদের কাজকে কুর্নিশ জানান তিনি।
শুধু টিকাকরণের নির্দেশ নয়, সেই প্রক্রিয়ার নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে লেখা, ব্যাঙ্ক এবং বীমা সংস্থার কর্মীরা যাতে সময়মত টিকা পান সেই বিষয়ে নজরদারি চালাতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম দফায় কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই কোভিড যোদ্ধাদের টিকা দেয়। এরপরের দফায় ৪৫ বছরের উর্ধ্বে সব নাগরিককে ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল কেন্দ্র। তবে ১ মে থেকে ১৮ বছর ও তার বেশি বয়সিদের ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়াও ধাক্কা খেয়েছে।

ভারতে স্পুটনিক ভি-র টিকাদান শুরু, প্রথম ডোজ নিলেন দীপক সাপরা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): ভারতে শুরু হয়ে গেল রুশ প্রতিষেধক স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনের টিকাদান। শুক্রবার ভারতে (হায়দরাবাদে) স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ (সর্বপ্রথম) নিয়েছেন ডক্টর রেড্ডি'স ল্যাবরেটরিজের কাস্টম ফার্মা সার্ভিসের গ্লোবাল হেড দীপক সাপরা। ডাঃ রেড্ডি ল্যাবরেটরি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রুশ প্রতিষেধক স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন ডক্টর রেড্ডি'স ল্যাবরেটরিজের কাস্টম ফার্মা সার্ভিসের গ্লোবাল হেড দীপক সাপরা।
বিশ্ববাজারে স্পুটনিক ভি প্রতিষেধকই প্রথম করোনাভাইরাস প্রতিষেধক হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এটি তৈরি হয়েছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয়। কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিন ছাড়া এই মুহূর্তে দেশের বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে রাশিয়ার তৈরি টিকা স্পুটনিক ভি-কেই। অতিমারির সঙ্কটে টিকার ঘাটতি সামলাতেই ড্রাগস কনট্রোলার জেনেরাল অফ ইন্ডিয়া এই প্রতিষেধক ব্যবহারে সম্মতি দেয়।
এখন প্রশ্ন হল, ভারতে এই টিকার দাম কত? প্রায় হাজার টাকা খরচ করে কিনতে হবে রাশিয়ার টিকা স্পুটনিক ভি। ডক্টর রেড্ডি'স ল্যাবরেটরিজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'বর্তমানে আমদানিকৃত স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনের প্রতি ডোজের মূল্য ৯৪৮ টাকা সঙ্গে ৫ শতাংশ জিএসটি। স্থানীয়ভাবে টিকা তৈরি শুরু হলে দাম করতে পারে।' প্রসঙ্গত, ২-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যায় এই প্রতিষেধক। তাই দেশের দুর্গম জায়গায় পৌঁছনো সুবিধে। ০.১ শতাংশ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এই প্রতিষেধক থেকে।

ঈদের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর, বাড়িতেই নমাজ পাঠ নকভির

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। শুক্রবার সকালে খুশির ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বার্তা দিয়েছেন, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির চেতনাকে উজ্জীবিত করার উৎসব হল ঈদ। ঈদের শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক মহামারী কাটিয়ে উঠতে পারব আমরা।
রাষ্ট্রপতি : 'সমস্ত দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা! এই উৎসব পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির চেতনাকে শক্তিশালী করার এবং নিজেকে মানবতার সেবায় ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ। আসুন আমরা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সমস্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করি এবং সমাজ ও দেশের মঙ্গল কামনায় কাজ করার সংকল্প করি।'
প্রধানমন্ত্রী : 'ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, আমরা হয়তো বৈশ্বিক মহামারী কাটিয়ে উঠতে পারব এবং মানবতার কল্যাণের স্বার্থে কাজ করতে পারব। ঈদ মুবারক!'
করোনা-পরিস্থিতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষই এবার বাড়িতেই ঈদের নমাজ পাঠ করেছেন। দিল্লির জামা মসজিদের বাইরে এদিন সকালে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল, কিন্তু প্রশাসনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে বাড়িতেই সকলে নমাজ পাঠ করেছেন। তবে, ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে পঞ্জাবের অমৃতসরের জামা মসজিদ খৈইরুদ্দিন হল বাজারে। সেখানে অসংখ্য মানুষজন একসঙ্গে নমাজ পাঠ করেছেন।
একেবারে শুনশান ছিল দিল্লির ফতেপুরী মসজিদ এবং নিজামুদ্দিন মরকজ মসজিদ। করোনার নির্দেশিকা পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছে উত্তর প্রদেশের আলিগড় ও মোরাদাবাদের মসজিদে। ৫ জন করে নমাজ পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়। এদিন দিল্লির বাড়িতেই ঈদের নমাজ পাঠ করেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

করোনার এই কঠিন সময়েও দেশের কৃষকরা আমাদের কৃষক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং রেকর্ড পরিমানে শস্য উৎপাদন করেছেন। অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র এই পর্বে কৃষির নতুন চক্র সূচনার সময়, এই দিনই প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০ কোটি কৃষক এর ফলে উপকৃত হবেন। এদিনই প্রথমবার কিসান সম্মান নিধির টাকা পেলেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষাধিক কৃষকদের কাছে প্রথম কিস্তি পৌঁছেছে। রাজ্যগুলি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃষকদের নাম যত আসবে, সুবিধাভোগী কৃষকদের সংখ্যাও ততই বাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এযাবৎ এই যোজনার অধীনে দেশের প্রায় ১১ কোটি কৃষকদের কাছে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা পৌঁছেছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র করোনাকালেই ৬০ হাজার কোটি টাকার বেশি কৃষকদের কাছে পৌঁছেছে। মোদী আরও বলেছেন, এ বছর, এখনও পর্যন্ত গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি গম এমএসপি-তে কেনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত গম কেনার লভ্যাংশ্যের ৫৮,০০০ কোটি টাকা সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। আমি সন্তুষ্ট যে পঞ্জাব এবং হরিয়ানার লক্ষ লক্ষ কৃষক ডাইরেক্ট ট্রান্সফারের এই সুবিধার সঙ্গে যুক্ত আছেন। এখনও পর্যন্ত পঞ্জাবের কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং হরিয়ানার কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা সরাসরি জমা পড়েছে।

দেশের অন্নদাতাদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষিতে নতুন সমাধান, নতুন বিকল্পের জন্য সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জৈব কৃষিতে উৎসাহ প্রদান এমনই একটি প্রচেষ্টা। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা ব্যাঙ্ক থেকে সস্তা ও সরল ঋণ যাতে পান, সেই চেষ্টাও করছে সরকার। এ জন্য বিগত দেড় বছর ধরে কিসান ক্রেডিট কার্ড উপলব্ধ করার জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে। এই সময়ে ২ কোটিরও বেশি কিসান ক্রেডিট কার্ড জারি করা হয়েছে। মোদী আরও জানান, করোনাকালে বিশ্বের সবথেকে বড় বিনামূল্যে রেশনের যোজনা চালাচ্ছে ভারত। পিএম গরিব কল্যাণ অন্য যোজনার মাধ্যমে বিগত বছর ৮ মাস পর্যন্ত গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়েছিল। এবার মে ও জুনে দেশের ৮০ কোটির বেশি দেশবাসী রেশন পেয়েছেন।

রাজ্যপালের

● আটের পাতার পর

বললেন, এসপিকে সাসপেন্ড করলেন, সিআইডি ডাকলেন! আমি স্তম্ভিত।
"সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল বললেন, "শুনতে পাচ্ছি হিংসার সেকেন্ড ওয়েভ আসছে। আরও ভয়ানক সেই ওয়েভ। চোট নিয়ে এত প্রচার করলেন, তার জন্য স্যালুট। কিন্তু চোট সারার পর এত কিছু হল, কোথাও গেলেন না কেন?" রাজ্যপালের হুঙ্কার, "আমি বুকে গুলি খাব, তবুও ওঁদের ঘরে ফেরাব।"
উল্লেখ্য, গতকাল কোচবিহারে এসেছিলেন রাজ্যপাল। কোচবিহারের মাথাভাঙা শীতলকুচি দিনহাটা সন্ত্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে কোচবিহার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষে। সন্ত্রস্ত এলাকায় গিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন রাজ্যপাল। রাতে সার্কিট হাউসে ছিলেন তিনি। এরপর শুক্রবার অসম সফরে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। ভোট পরবর্তী হিংসায় অসমে আশ্রয় নেওয়া ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দুটি শিবির পরিদর্শন করেন। হেলিকপ্টারেই তাঁর অসম যাওয়ার কথা ছিল। তবে আবহাওয়া খারাপের জন্য হেলিকপ্টার আসতে পারেনি। সড়কপথেই তিনি অসম যান।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

না হলে কি এই ছোট্ট ভ্রুন টিকে তিলে তিলে গর্ভে ধারণ করে পরবর্তী সময়ে তিন-চার মাস কেটে যাওয়ার পর সভ্য সমাজের কাছে পিতার পরিচয় না দিতে পেরে গর্ভপাত করিয়ে ফেলে দিল খাসিয়া মঙ্গল ছড়ার জলে। এই দিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এলাকার লোকজন যখন খাসিয়া মঙ্গল ছড়ার জলে স্নান করতে যায় তখনই লক্ষ্য করে একটি ছোট্ট ফুটফুটে শিশু যে এখনো পৃথিবীর আলো দেখে নি মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ছড়ার জলে। এই শিশুটিকে দেখে গোটা এলাকা জুড়ে দেখা দেয় নানান প্রশ্ন। নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময় এলাকাবাসী তেলিয়ামুড়া থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃত শিশুটিকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে ময়না তদন্তের জন্য। উদ্ধারকৃত শিশুটি একটি পুত্র সন্তান।এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত কেনইবা শিশুটিকে গর্ভপাত কারল পুত্র শিশুটির মাতা। সেই কাজে কি কোন চিকিৎসক ও জড়িত রয়েছে কিনা সেই বিষয়েও হাজারো প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। বিগত দিনে অনেক অনেক এই ধরনের ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে দেখা গেছে কোন কন্যা ভ্রূণ অথবা ছেলে শিশুর ভ্রূণ বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যেতে। এমন অহরহ ঘটনার সাক্ষী আছে অনেক আগেই প্রাপ্ত গরভ শিশুকে ও পাওয়া গেছে বিভিন্ন জায়গায় এবং এই শিশুগুলি কে চুল তুলে দেওয়া হয়েছে চাইল্ড লাইনের কাছে । তাহলে কি বলা যাই না মা-বাবার অনিচ্ছাকৃত জন্ম নেওয়া শিশুতে এভাবে রাস্তার পাশে নর্দমায় ফেলে দেওয়া সামাজিক অবক্ষয়ের সমান? তবে এ ধরনের ঘটনা রাজ্যসহ তেলিয়ামুড়া ঘটছে প্রতিনিয়তই। এই ধরনের এই ধরনের ঘটনা রুখতে কি প্রশাসনের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? প্রশ্নটা প্রতিবেদকের নয়। সভ্য সমাজের বসবাসকারী একাংশ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

অপর দুর্ঘটনায় আহত হয় হাওয়াই বাড়ি এলাকায়। এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বাস এবং মারুতি ভ্যান এর মধ্যে। দুটি গাড়ি আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। বাস গাড়ির পেছন দিকে মারুতি ভ্যান দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে। এতে আহত হয় ৩ জন শ্রমিক। প্রত্যেকেই তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাঙ্খল বাজার এলাকার বাসিন্দা। এলাকাবাসীরা দুর্ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের খবর দিলে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদের সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

এর আগেও তারা পানীয় জলের দাবিতে ওই এলাকায় অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করেন। তখন তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নিয়মিত পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। পানীয় জলের সমস্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় শুক্রবার মজুমদার টিলায় এলাকাবাসী পথ অবরোধ করেন।এলাকাবাসীর অভিযোগ পানীয় জলের দাবিতে এলাকাবাসী পথ অবরোধ করলে স্থানীয় কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে ছুটে এসে মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এমনকি তাদেরকে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে তদন্তে নামে সাব্রুম থানার পুলিশ। মরদেহ সাবরুম মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয়। ময়নাতদন্তের পর মরদেহটি সাব্রুম থানার পুলিশ পরিবারের হাতে তুলে দেয়। রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু সংবাদে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

নিরঞ্জন দাস কে শুর দিয়ে পিছিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেই। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।অপরদিকে প্রদীপ সরকার দৌড়ে গিয়ে বক্স কালভার্ট এর নিচে গিয়ে কোনরকমে প্রাণে বাঁচে।

কিছু তথ্য

● প্রথম পাতার পর

রোগ বা ডিজিজ মানে হলো আপনার অল্প বা বিস্তর উপসর্গ আছে। কিন্তু পরীক্ষায় ধরা পড়া বা ইনফেকশন মানে কিন্তু তা নয়। ইনফেকশনের সময় আপনার ডিজিজ বা রোগের উপসর্গ নাও থাকতে পারে। এই বিষয় টা দয়া করে বোঝার চেষ্টা করবেন।

কোভিড -১৯ ভ্যাকসিন দিলে হালকা লক্ষণ, গুরুতর রোগ এবং হাসপাতালে ভর্তি অনেকাংশেই রোধ করা যায়। এটা টিকাকরণের আসল দিক। তবে সম্পূর্ণরূপে টিকা প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেও ভাইরাসের সংস্পর্শে এলে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, প্রতিরোধ ক্ষমতা(ইমিউনিটি) এবং প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরোধ ক্ষমতা(ইমিউনোজেনিসিটি)একে অপরের থেকে পৃথক।

ইমিউনোজিনিসিটি কেবল একটি জৈবিক প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করাকে বোঝায়, যা প্রতিরক্ষামূলক হতে পারে না এবং এই কারনেই টিকাকরনের প্রতিরোধজনিত প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতিতেও ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার পর কোভিড -১৯ সংক্রমণ থেকে ব্যক্তিটিকে রক্ষা করতে ভ্যাকসিনের ব্যর্থতা দেখা দেয়।

ব্রেক থ্রু সংক্রমণের পিছনে করোনাভাইরাস গুলোর বিভিন্ন স্ট্রেইনের ভূমিকা কেমন?

দ্বিতীয় তরঙ্গের ভাইরাসের নতুন এবং আরও বেশি সংক্রমণযোগ্য চেহারা দেখা গেছে। নতুন স্ট্রেইনগুলো সম্ভবত ভ্যাকসিনের মাধ্যমে তৈরি প্রতিরক্ষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হতে পারে। এটা ভ্যাক্সিনেশন পরবর্তী ব্যর্থতার একটি উত্তর বলে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে।

"ডাবল মিউট্যান্ট" ভাইরাস সম্পর্কিত কিছু ল্যাব প্রমাণ রয়েছে যা দেখায় যে এটি কিছুটা বেশি সংক্রমণযোগ্য এবং মানব দেহের ভ্যাক্সিন পরবর্তী অ্যান্টিবডিগুলি ভাইরাসগুলো আটকাতে আরও কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতে পারে,তবে বিজ্ঞানীরা এখনও মূল্যায়ন করছেন এই ব্যাপারে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন যুক্তরাজ্যের মিউট্যান্ট করোনা"র বিরুদ্ধে কাজ করছে।

ভারতে কতগুলি ব্রেক থ্রু সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে?

গত সপ্তাহে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পর্যন্ত ১০.০০০ টি টিকা দেওয়া গোষ্ঠীর প্রায় দুই থেকে চার জন লোক আক্রান্ত হয়েছেন, যা খুব কম সংখ্যক। যদি আমরা এটিকে ভ্যাকসিনের ভিত্তিতে বিভক্ত করি, তবে কোভাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ প্রাপ্ত প্রায় ০.০৪ ু মানুষ

কোভিড-১৯ ব্রেক থ্রু পজিটিভ হয়েছেন। কোভিশিল্ড ভ্যাক্সিন এর ক্ষেত্রে ০.০৩ শতাংশ এরও কম।

ব্রেক থ্রু সংক্রমণের পেছনের সম্ভাব্য কারণগুলি ব্যাখ্যা করে আইসিএমআর এর মহাপরিচালক বলরাম ভার্গভ একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, 'বর্তমানের অতি সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় তরঙ্গও এই শতাংশের হিসাবে ছোটখাট অবদান রাখতে পারে। অন্যথায় এটি হতে পারত শূন্য শতাংশ।' তিনি স্বাস্থ্যসেবী এবং প্রথম সারির কোভিড-১৯ কর্মীদের মধ্যে ব্রেক থ্রু সংক্রমণের আধিক্য খানিকটা বেশি বলে জানিয়েছেন। কারন, ভ্যাক্সিনেশন হয়েছিলো প্রথম তাদেরই। দীর্ঘায়িত পেশাগত সংস্পর্শের কারণে তারা সংক্রমিত হয়েছেন বেশী।

এবার দেখা যাক, টিকা দেওয়ার পরে কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া লোকের কোভিড সম্পর্কিত সুরক্ষা প্রটোকল গুলো মেনে চলা উচিত,যেমন মুখোশ বা মাস্ক পরা, অন্যের থেকে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভিড় জায়গাগুলো এড়ানো এবং ঘন ঘন হাত ধোয়া।

যদি তারা টিকা দেওয়ার পরে কোভিড -১৯ পজিটিভ হয় তবে তাদের কী করা উচিত?

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, কোভিড -১৯ এর লক্ষণগুলো প্রকাশিত হলে, ওই ব্যক্তিকে অবশ্যই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে নিজেকে তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা করতে হবে এবং চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, তাদের কোন আলাদা আচরণ করতে হবে না, টিকা দেওয়ার আগে রোগটির সংক্রমণ হলে যেমনটা করতে হতো, ঠিক ততটুকুই।

একটি আরটি-পিসিআর পরীক্ষা ওই ব্যক্তির ভাইরাস নতুন সংক্রমিত হয়েছেন কিনা তা জানতে সহায়তা করবে (নাকি টিকা দেওয়ার পার্শ প্রতিক্রিয়া?) এবং লক্ষণগুলির তীব্রতা কেমন হতে পারে। অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল এবং সিটি ভ্যালু ইত্যাদির মাধ্যমে স্থির হবে চিকিৎসা পদ্ধতি এবং রোগী হাসপাতালে ভর্তি হবেন কিনা।

এই জাতীয় ব্রেক থ্রু ইনফেকশন কি অন্য দেশে রিপোর্ট করা হয়েছে?

ইউএস(ডচ্ছ) সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন(ঙ্খঙ্গঙ্খ), তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত করেছে যে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত কোভিড এর বিরুদ্ধে ৮ মিলিয়নেরও বেশি লোক পুরোপুরি ভ্যাকসিন নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭১৫৭ জন টিকা দেওয়ার পর করোনা ব্রেক থ্রু আক্রান্ত হয়।এদের মধ্যে প্রায় ৩১ু ছিল উপসর্গহীন।

উপরের আলোচনাটি দয়া করে মন দিয়ে পড়ুন। হঠাৎ কোনো দুঃখের খবরে অস্থির হবেন না। সঠিক খবর খুঁজে নিন ও এর উপরে ভাবুন।

কনক্লুশন ড্র করা বা কোনো বহুমাত্রিক বিষয়ে নিমিষেই পরিসমাপ্তি টেনে দেবেন না। নিজে জানুন। অপরকে জানান। একসাথে আমরাই জিতবো এই লড়াই।

সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বিজেপি ও আই পিএফটি জোটের লোকেরা জোর করে অফিস দখল করে সরকারি অর্থ লুট করছে। এ নিয়ে নিয়মিত তিপরা মথা ও বিজেপি জোটের মধ্যে মারপিট চলছে। মানুষ আতঙ্কিত। এই লড়াই বন্ধ হওয়া উচিৎ বলে জীতেন্দ্র চৌধুরী দাবি করেন। কোভিড প্রসঙ্গে তিনি বলেন মানুষ মরছে আর নিরো বাঁশি বাজাচ্ছেন। এই মহামারী মোকাবিলায় সরকার কিছুই করেনি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এদিন সিআইটিইউ রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সরকার উদাসীন। অথচ কর্পোরেটদের সরকার ৬৪০০০কোটি টাকা ছাড় দিয়েছে। একই সাথে ভেকসিনের জন্য বাজেট বরাদ্দের টাকা খরচ করেন নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। রাজ্যের পরিস্থিতি উল্লেখ করে কৃষক নেতা পবিত্র কর বলেন, রাজ্যের অবস্থা ভয়াবহ। সরকার মানুষের প্রয়োজনে যেটা করার সেটা করছে না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভূগছে সরকার। লক ডাউন প্রসঙ্গে পবিত্র কর বলেন, এটা সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। মানুষের ভালোরজন্য তারা সিদ্ধান্ত নিন। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকও দাবির প্রতি সহমত পোষণ করে বক্তব্য রাখেন।

প্রকাশ্যে

● প্রথম পাতার পর

দুষ্কৃতী দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলো।

এদিকে আজকের এই ঘটনার খবর চারিদিকে চাউড় হতেই উত্তেজনা দেখা দেয় রূপক অনুগামীদের মধ্যে। রূপক অনুগামীরা থানায় গিয়ে উল্লিখিত তিন দুষ্কৃতী সহ আরো পাঁচ ছয় জন অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে এফ আই আর করে আর কে পুর থানায়।যার কেস নং ৭৮/২০২২। ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে ৩০৭ ,৩২৫, ৩৪১ , ৫০৬ ও ৩৪ আই পি সি। যদিও সংবাদ লেখা পর্যন্ত গয়া শীল নামে একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছ-আগামী কাল আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এই কেসের তদন্তকারী অফিসার হচ্ছেন রূপক বৈদ্য। আজকের এই ঘটনায় আক্রান্ত প্রাক্তন বিজেপি গোমতী জেলা সম্পাদক রূপক অধিকারীর বাবা তথ্য গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী থানায়।বসে যে ভাবে স্বদলীয় কার্যকর্তাদের নামে সরাসরি অভিযোগ করেন তা তা সাধারণনের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে- অধিকাংশই বলছেন স্বদলীয় কোন্দল প্রকাশ্য রাস্তায় না এনে,একজন আরেকজনকে দোষারোপ না করে দলীয় স্তরে বসে মিটমাট করে নিলেই ভালো হতো। এলাকায় দলীয় সমর্থকদের মধ্যে ছি ছি রব শোনা যাচ্ছে। অধিকাংশের মুখেই স্বদলীয় প্রতিহিংসার নিন্দা ও প্রতিবাদ শোনা যায়।

ক্রীড়াঙ্গন

সোনুর চোখে পড়তেই তড়িঘড়ি আশ্বাস দিয়ে বলেন, "ভাজ্জি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি

মুম্বাই, ১৪ মে।। দিন কয়েক আগেই সুরেশ রায়নার মিরাটবাসী কাকিমার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার পাঠিয়েছিলেন। যার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটের বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি সোনু সুদকে। এবার হরভজন সিংয়ের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়ালেন অভিনেতা। রেমডিসিভির ইঞ্জেকশন চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহায্যপ্রার্থনা করেছিলেন হরভজন। সোনুর চোখে পড়তেই তড়িঘড়ি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ''ভাজ্জি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।''কর্নাটকের এক কোভিড আক্রান্ত রোগীর জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন রেমডিসিভির। যিনি কিনা চিত্রদুর্গার বাসপ্পা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন। সেই করোনায় আক্রান্ত রোগীর যাবতীয় তথ্য ও যোগাযোগ বিশদে জানিয়ে টুইট করেছিলেন হরভজন সিং। এদিকে কোভিড সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে সাধ্যমতো মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই অফস্পিনার। সেই প্রেক্ষিতেই সাহায্যে চেয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই টুইট ভাইরাল হতেই নজরে আসে সোনু সুদের। বিন্দুমাত্র দেরি না করে ততণাতউত্তর দেন, ''ভাজ্জি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'' প্রকৃত ঈশ্বরের দূতই বটে সোনু! দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই কোভিড পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থভাবেই পরিষেবা দিয়ে চলেছেন।ফ্রান্স থেকে অক্সিজেন প্লান্ট আনাচ্ছেন।

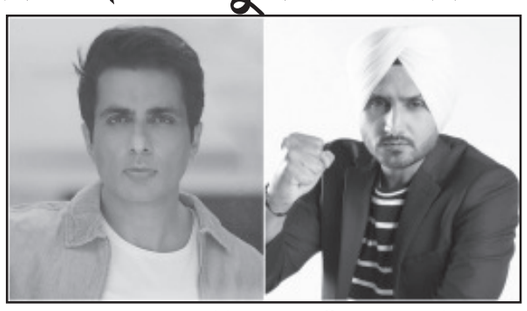

দেশের প্রত্যন্ত জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার, প্রয়োজনীয় ওষুধপাতি। আবার কখনও বা বাড়ির বাইরে দাঁড়ানো সাংবাদিকদের দেখে নিজেই ছুটে এসে তাঁদের সবাইকে সরবত খাওয়াচ্ছেন।প্রসঙ্গত, গত বছর অতমারী আবহ থেকেই দেশের মানুষের সেবায় রত সোনু সুদ। যার জেরে দিন দুয়েক আগেই কোভিড পরিস্থিতি সামলাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবি করে নেটজনতার একাংশ সোনু সুদকে দেশের সর্বোচ্চ পদে দেখার দাবি তুলেছিলেন। তবে এপ্রসঙ্গে সোনুর উত্তর, ''প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেই আমি খুশি।''গত ১ বছর ধরে নিজের পকেটের টাকা খরচা করে যেভাবে তিনি দুস্থ পরিযায়ী শ্রমিক থেকে কোভিড রোগীদের সেবা করে গিয়েছেন, কখনও বা অনাথ শিশুর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আজ আমজনতার কাছে সোনু সুদ ঈশ্বরের দূত। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত মুম্বইবাসীরা তাঁর বাড়ির সামনে ভীড় জমিয়েছেন সাহায্য প্রার্থনা করে। কাউকে ফিরিয়ে দেননি সোনু। সবার অভাব-অভিযোগ শুনে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এমন জনদরদী অভিনেতা ভু-ভারত এর আগে দেখেছে কিনা সন্দেহ।

মরশুম শেষে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জিদান পাড়ি জমাবেন ইতালির জুভেন্তাস

মাদ্রিদ, ১৪ মে (হি.স.) : লা লিগার খেতাবি লড়াইয়ে মাদ্রিদের দুই ক্লাবের মধ্যে জমে উঠেছে। অ্যাটলেটিকো নাকি রিয়াল, শেষ দু'টো রাউন্ডে বাজিমাত করবে কে, সেদিকেই তাকিয়ে অনুরাগীরা। এরমাঝে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী রিয়াল খেতাব ধরে রাখতে সক্ষম হলেও মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়ছেন কোচ জিনেদিন জিদান। ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ নাকি কোচ হিসেবে চাইছেন না জিদানকে। আর সেই কারণে কোনও সংঘাতের পথে না গিয়ে চুপচাপ মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ফরাসি কিংবদন্তি। শোনা যাচ্ছে ক্লাবের আরেক প্রাক্তনী রাউল গঞ্জালেস আগামী মরশুম থেকে দায়িত্ব সামলাবেন লস ব্ল্যাঙ্কোস' দের। যিনি বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদের রিজার্ভ টিমের দায়িত্বে। অন্যদিকে জিদান রিয়াল ছেড়ে দিলে তাঁকে টার্গেট করতে পারে জুভেন্তাস। কারণ, আন্দ্রে পিরলোর কোচিং'য়ে সন্তুষ্ট নয় তুরিনের ক্লাবটি। আবার ইউরোর পর ফ্রান্সের জাতীয় দলের দায়িত্বও উঠতে পারে বছর আটচল্লিশের জিদানের হাতে। সবমিলিয়ে চার মরশুমে রিয়ালকে ২টি লা লিগা এবং ৩টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেওয়া কোচকে নিয়ে দলবদলের বাজারে জল্পনা তুঙ্গে। জিদানের পাশাপাশি জল্পনা রিয়ালের 'ঘরের ছেলে' সার্জিও রামোসকে নিয়েও। চলতি মরশুম অবধি অর্থাৎ আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ স্প্যানিশ তারকা ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে রিয়ালের। তাই আগামী মরশুমের জন্য প্যারিস সাঁ জাঁ (পিএসজি) থেকে ডাক এল রামোসের। জানা গিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ পরবর্তীতে তাঁকে অতিরিক্ত এক বছর চুক্তি বর্ধিত করার প্রস্তাব দেবে। কিন্তু রামোস চাইছেন তুলনায় কম পারিশ্রমিকে পিএসজি'র দু'বছরের প্রস্তাব গ্রহণ করতে।

দীর্ঘ ১১ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.) : দীর্ঘ ১১ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুক্রবার ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার (সিএসএ) পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়েছে। দু''দেশের মধ্যে শেষ সফর হয়েছিল ২০১০ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড থেকে জানানো হয়েছে, ২০২০ সালের এই সফরসূচি তৈরি হয়েছিল। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে পিছিয়ে যায়। সেদেশে দুটি টেস্ট ম্যাচের পাশাপাশি পাঁচটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে। আগামী ১০ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত সাউথ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের থাকবে বলে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটের ডিরেক্টর গ্রেইম স্মিথ জানিয়েছেন। তবে এই সফরের দল নির্বাচন পরবর্তীতে করা হবে।

আশাহত হচ্ছেন না কিদম্বি শ্রীকান্ত অনুশীলন বন্ধ সিন্ধু, সাইদের

মুম্বাই, ১৪ মে।। বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণের ফলে সিঙ্গাপুর ওপেন-সহ টোকিয়ো অলিম্পিক্স ব্যাডমিন্টনে যোগ্যতা অর্জনের তিনটি প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে স্থগিত বা বাতিল হয়েছে। যার ফলে তাঁর ও সাইনা নেহওয়ালের এ বার অলিম্পিক্স যাত্রার সম্ভাবনা কার্যত আটকে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আশাহত হচ্ছেন না কিদম্বি শ্রীকান্ত। তাঁর মনে হচ্ছে, বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা অলিম্পিক্স বাছাই পর্ব নিয়ে যে বিবৃতি প্রকাশের কথা জানিয়েছে, সেখান থেকে আশার আলো দেখা গেলেও যেতে পারে। ভারতীয় ও মালয়েশীয় ওপেনের পরে বুধবারই বাতিল হয়েছে সিঙ্গাপুর ওপেন। যা ১-৬ জুন হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা জানিয়েছে, টোকিয়ো অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন নিয়ে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিবৃতি প্রকাশ করা হবে। সেই বিবৃতিতেই আশার আলো দেখছেন শ্রীকান্ত। সংবাদ সংস্থাকে তিনি বলেছেন, ''বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতা হলে অলিম্পিক্সের ছাড় পত্র পেয়ে যেতাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে

আমার কিছু করার নেই। এখন দেখার যোগ্যতা, অর্জন প্রসঙ্গে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা কী বিবৃতি দেয়। এতে কিছুটা আশাবাদী হচ্ছি।'' যোগ করেছেন, ''সংস্থা কী বলবে তা নিয়ে ভাবার চেয়েও আমি বেশি আগ্রহী, টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেতে পারি কি না।'' এই মুহূর্তে ব্যাডমিন্টনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগস্ট পর্যন্ত কোনও প্রতিযোগিতা নেই। শ্রীকান্তের রাজ্য তেলঙ্গনাতেও লকডাউন। তাই অনুশীলনও বন্ধ প্রাক্তন এক নম্বর এই খেলোয়াড়ের। তাঁর কথায়, ''এখন ছুটি কাটাচ্ছি। অনুশীলন করার জন্য অনুমতি জোগাড়ের চেষ্টা চলছে। যদি তা পাই, তা হলে আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে মহড়া।'' শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যদি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা তাঁর আশা অনুযায়ী কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে অন্য পথে হাঁটে? শ্রীকান্তের উত্তর, ''বাছাই পর্বের প্রতিযোগিতা না হওয়ায় আমরা এখন অনেক কিছুই বলতে পারি। কিন্তু কেউ জানি না আয়োজকদের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার কী কথা চলছে।'' শ্রীকান্তদের মতোই এখন অলিম্পিক্সগামী খেলোয়াড় পি ভি সিন্ধু, বি সাই প্রণীত, ডাবলস খেলোয়াড় চিরাগ শেট্টি ও সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডিও ছুটি কাটাচ্ছেন। বিশ্বের ১৫ নম্বর খেলোয়াড় বলেছেন, ''তিনটি প্রতিযোগিতা বাতিল বা স্থগিত হয়ে গেলে হতাশ তো লাগবেই। সাত সপ্তাহ ধরে অনুশীলন করেছি। এখন লক্ষ্যহীন ভাবে অনুশীলনের কোনও অর্থ হয় না। অলিম্পিক্সের জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে অনুশীলন শুরু করব।'' চিরাগের কথায়, ''এ রকম অবস্থায় মনকে একাগ্র রাখা খুব কষ্টকর।

গ্রানাদাকে হারিয়ে লা লিগা খেতাব লড়াইয়ের দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ১৪ মে (হি.স.) : এবার গ্রানাদাকে হারিয়ে লা লিগা খেতাব ধরে রাখার আশা ভালোভাবে বেঁচে রইল রিয়াল মাদ্রিদের। অ্যাওয়ে ম্যাচে শুক্রবার গ্রানাদাকে ৪-১ গোলে ধরাশায়ী করল রিয়াল মাদ্রিদ। একইসঙ্গে দু'ম্যাচ বাকি থাকতে বার্সেলোনাকে টপকে দ্বিতীয়স্থানে এসে অ্যাটলেটিকোর উপর চাপ বাড়াল জিদানের দল।

মঙ্গলবার লেভান্তের বিরুদ্ধে ড্র করে খেতাব থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছেন মেসিরা। তাই বলা যেতেই পারে লা লিগায় এখন মাদ্রিদের দুই ক্লাবের দ্বিমুখী লড়াই। অ্যাওয়ে ম্যাচে এদিন গ্রানাদার বিপক্ষে রিয়ালের হয়ে ৪টি গোল চার ভিন্ন ফুটবলারের। স্কোরশিটে নাম তোলেন লুকা মদ্রিচ, রদ্রিগো, আলভারো ওদ্রিওজোলা এবং করিম বেনজেমা। ১৭ মিনিটে রিয়ালের অ্যাকাডেমির ফসল লেফট-ব্যাক গুতিয়েরেজ মদ্রিচের গোলে ১-০ করেন ক্রোট তারকা। এরপর প্রথমার্ধেই ব্যবধান ২-০ করেন রদ্রিগো। যদিও ৭১ মিনিটে ব্যবধান কমায় গ্রানাদা। আবার৭৫ মিনিটে পরিবর্ত হ্যাজার্ডের জোরালো শটে ৩-১ করেন ওদ্রিওজোলা। গ্রানাদাকে হারিয়ে ৩৬ ম্যাচে রিয়ালের সংগ্রহে ৭৮ পয়েন্ট। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অ্যাটলেটিকো।

করোনা যুদ্ধে ভারতের পাশে দল বেঁধে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা

ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অ্যালান বর্ডার, স্টিভ স্মিথরা।করোনা সংক্রমণ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে ভারতের। মৃত্যু মিছিল আতঙ্কিত করছে সকলকেই। অক্সিজেনের অভাব, টিকার অভাব, ওষুধের অভাব আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছে ভারতকে। এমন সময় স্টিভ স্মিথ, অ্যালান বর্ডার, মিচেল স্টার্ক এবং মহিলা ক্রিকেটার এলিস পেরি, মেগ ল্যানিং পাশে দাঁড়ালেন ভারতের।ইউনিসেফ অস্ট্রেলিয়া নামক একটি সংস্থার হয়ে ভারতের পাশে থাকার জন্য প্রচার করছেন এই ক্রিকেটাররা। ইউনিসেফ অস্ট্রেলিয়া এই মুহূর্তে ভারতে কাজ করছে। করোনার বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে হাত লাগিয়েছে তারাও।আইপিএল চলার সময় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররাই প্রথম ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেসার প্যাট কামিন্স প্রায় ৩৬ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা দান করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার ব্রেট লি অক্সিজেন কেনার জন্য বিটকয়েন দান করেন ইউনিসেফ অস্ট্রেলিয়াকে। স্মিথরা ছাড়াও ইউনিসেফ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন কামিন্স, লি, অ্যালিসা হিলি, মাইকেল হাসি, জস হ্যাজেলউড, মার্নাস লাবুশানে এবং র‍্যাচেল হেন্স। ভারতের জন্য সাহায্যও চেয়েছেন তাঁরা।

জুভেন্তাসের জার্সিতে ফের অনন্য রেকর্ড গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

তুরিন: আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা-অর্জনে ঘোর অনিশ্চয়তার মাঝেই জুভেন্তাসের জার্সিতে ফের অনন্য রেকর্ড গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ক্লাবের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০ গোলের মালিক হলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সাসৌলোর বিরুদ্ধে বুধবার ৩-১ গোলে জিতে প্রথম চারে শেষ করার দৌড়ে টিকে রইল জুভেন্তাস। তবুও অন্যের পয়েন্ট নষ্ট করার দিকে তাকিয়ে ছাড়া আর কোনও উপায় নেই পিরলোর দলের কাছে। গুমোট পরিবেশের মাঝে রোনাল্ডোর রেকর্ড কিছুটা যেন টাটকা বাতাস বয়ে আনল শিবিরে। রোনাল্ডো ছাড়াও এদিন জুভেন্তাসের হয়ে বাকি দু'টি গোল করলেন আদ্রিয়েন র‍্যাবিয়ট এবং পাওলো দিবালা। রোনাল্ডোর সঙ্গে একইদিনে জুভেন্তাসের জার্সিতে শততম গোলের মালিক হলেন দিবালা। তবে মাইলস্টোনে পৌঁছনোর ব্যাপারে রোনাল্ডোর ধারেকাছে নেই আর্জেন্তাইন। এদিনের আগে শততম গোলের নিরিখে ক্লাবের ইতিহাসে দ্রুততম ছিলেন ওমর সিভোরি এবং রবার্তো বাজ্জিও। দু'জনেই নিজেদের চতুর্থ মরশুমে ক্লাবের জার্সিতে শততম গোল করেছিলেন।কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো সেই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন তৃতীয় মরশুম সম্পূর্ণ করার আগেই। মাত্র ১৩১ ম্যাচ খেলে ''ওল্ড লেডি''র হয়ে গোলের সেঞ্চুরি হয়ে গেল তাঁর। এখানেই শেষ নয়। জুভেন্তাসের হয়ে দ্রুততম গোলের সেঞ্চুরি করার সঙ্গে আরও একটি রেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন পর্তুগিজ মায়েস্ত্রো। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে তিনটি ভিন্ন ক্লাব এবং জাতীয় দলের জার্সিতে ১০০ গোলের নজির গড়লেন তিনি। এর আগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এবং রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে তাঁর যে এই নজির রয়েছে, সেটা অনুরাগীদের অজানা নয়। এদিন রোনাল্ডোর গোলটি আসে বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগে র‍্যাবিয়টের বাড়ানো বল ধরে বক্সে প্রবেশ করেন পর্তুগিজ। এরপর ইনসাইড-কাট করে বাঁ-পায়ের শটে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। যদিও তাঁর আগেই র‍্যাবিয়ট নিজে গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন দলকে। এদিন প্রথম একাদশে শুরু করেছিলেন জুভেন্তাসের বিদায়ী গোলরক্ষক গিয়ানলুইগি বুফোঁ। ১৬ মিনিটে পেনল্টি বাঁচিয়ে ফের নায়ক বনে যান কিংবদন্তি। প্রথমার্ধে দু'গোলে এগিয়ে থাকা জুভেন্তাস ৫৯ মিনিটে একটি গোল হজম করে। তবে সাত মিনিট বাদে ক্লাবের হয়ে শততম গোল করে দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন দিবালা।এই জয়ের ফলে পঞ্চমস্থানে থাকা জুভেন্তাসের পয়েন্ট সংখ্যা দাঁড়াল ৩৬ ম্যাচে ৭২। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে চতুর্থস্থানে থাকা নাপোলির সংগ্রহে ৭৩ পয়েন্ট। হাতে বাকি মাত্র দুই ম্যাচ।লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজধানী আগরতলা শহরের জল নিস্কাসনের পরিকাঠামোগুলি খতিয়ে দেখেন প্রশাসনের আধিকারীকরা। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

কদমতলায় ধর্ষিতা যুবতীর বাড়িতে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ মে।। পিতৃ-মাতৃ হারা চব্বিশ বছরের ধর্ষিতা যুবতীর বাড়িতে গেলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। কথা বললেন ধর্ষিতা সহ তার আত্মীয় পরিজনদের সাথে। দাবি তুললেন ধর্ষণকারী মোহন গৌড়ের কঠিনতম শাস্তির।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের মতিঝিল এলাকার মোহন গৌড় পিতা করমেন গৌড় গত ২ মে রাত্রি বেলা একই গ্রামের পিতৃ মাতৃ হারা চব্বিশ বছরের এক যুবতীর ঘরে প্রবেশ করে যুবতীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।ধর্ষিতা যুবতীর বাবা মা নেই।ঘরে একমাত্র ছোট একটি ভাই রয়েছে।আর তারই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নরপিচাশ মোহন গৌড় পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে। তারপর টানা দশ দিন পঞ্চায়েত সালিশি সভা ও হুমকির মাধ্যমে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মোহন গৌড়।অবশেষে ১২ মে ধর্ষিতা যুবতী কদমতলা থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযুক্ত মোহন গৌড়ের বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণের মামলা রুজু করে। কদমতলা থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ২৬ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৭৬/৫০৬ ধারায় মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী মোহন গৌড়কে গ্রেফতার করে জেলা আদালতে প্রেরণ করে। জেলা আদালতের মাননীয় বিচারক ধৃত ধর্ষণকারী মোহন গৌড়কে ১১ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। বর্তমানে ধর্ষণকারী জেল হেফাজতে রয়েছে।

এদিকে আজ ধর্ষিতা যুবতীর খোঁজ খবর নিতে সরজমিনে যুবতীর বাড়িতে ছুটে যান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। ধর্ষিতা যুবতীর বাড়িতে গিয়ে ধর্ষিতা যুবতীসহ তার আত্মীয় পরিজনদের সাথে বিশদে আলোচনা করেন ও ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। পাশাপাশি রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত ধর্ষণকারীর মোহন গৌড়ের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি তোলেন। তাছাড়া মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী আরো জানান, রাজ্য মহিলা কমিশন ধর্ষিতা যুবতীর ন্যায় বিচার পাওয়ার স্বার্থে সর্বদা পাশে থাকবে। এখন দেখার বিষয়,পিতৃ মাতৃ হারা অনাথ ধর্ষিতা যুবতী কতটুকু ন্যায় বিচার পায়।

বিদেশ থেকে করোনা নিয়ে আবারও পরামর্শ দিলেন তেলিয়ামুড়ার চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে।। ফের আরো একবার করুণা মহামারীর বর্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা চিন্তা করে ভারতবর্ষের তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়ার ছেলে ডক্টর অনুপ সরকার বিদেশ তথা ইউ কে থেকে ভারতবর্ষের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে আরো একবার পরামর্শ দিলেন। এনিয়ে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে তিনবার সংবাদমাধ্যমের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

তিনি প্রথমে ও যা যা বলেছিলেন যখন করুনার শুরু হয়েছিল ভারত বর্ষ না শুধু পৃথিবীব্যাপী তখনো থেকে তিনি করুণা থেকে কিভাবে পরিত্রান পাওয়া যায় কি কি করনীয় সবকিছুই আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সারা বিশ্বের মধ্যে এখন ভারতবর্ষের অবস্থা সঙ্কটজনক। তাই ভারত বর্ষ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলে হয়ে বিদেশে বসে ভারতবাসীর কথা মাথায় রাখলেল। এবার তিনি তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যেগুলো হলো কেন ভারতবর্ষের অবস্থা বর্তমানে করুন অবস্থা। কি কি প্রথম থেকেই করা দরকার ছিল। এবং করুনার আগামী ভবিষ্যৎ কি হতে পারে সবকিছুই এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তিনি জানান। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন এখনো সময় আছে সঠিকভাবে সরকারি নিয়মাবলী এবং সিদ্ধান্তগুলি যদি না মানা হয় তাহলে ভারতবর্ষের অবস্থা আরো সংকটাপন্ন হবে।

তিনি জানান ইউকে সহ বিভিন্ন দেশে যখন এই করোনা মহামারী মাড়ির প্রকোপ দ্বিতীয়বারের জন্য বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক তখনই দেওয়া হয় লকডাউন দেশের জনগণ সরকারের সিদ্ধান্ত গুলি মেনে নিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে যে কারণে করুনার ভয় অনেকটাই মুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে। কিন্তু পৃথিবীর গোটা দেশ গুলি তাকিয়ে আছে ভারতবর্ষের দিকে শুধু তাই নয় সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে যাতে করে ভারতবর্ষকে সংকটমুক্ত করা যায়। সেই অবস্থায় শুধুমাত্র সরকারি সাহায্যে চলে না বেসরকারি সংস্থা এনজিও সবাইকে এগিয়ে আসতে তিনি অনুরোধ করেন।

গৃহ দফতরের দায়িত্ব নিয়েই ৩৮ জন এসপিকে বদলি করে রাজ্য পুলিশে ব্যাপক রদবদল ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৪ মে (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার গৃহ দফতরে আজ শুক্রবার ৩৮ জন পুলিশ সুপার স্তরের আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে।

গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিব এমএস মণিভন্নন স্বাক্ষরিত বদলির তালিকা অনুয়ায়ী ধুবড়ির পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্রকে নগাঁওয়ে বদলি করা হয়েছে। কোকরাঝাড়ের পুলিশ সুপার রাকেশ রোশনকে শিবসাগরে, অঙ্কুর জৈনকে যোরহাটে, চিরাঙে গৌরব উপাধ্যায়, কোকরাঝাড়ে বদলি ডিব্রুগড়ের টিপি বিজয় কুমার, হাইলাকান্দির নতুন পুলিশ সুপার হবেন হামরেনের রমনদীপ কৌর, বরপেটা থেকে রবীন কুমারকে গোলাঘাটে, কাছাড়ের পুলিশ সুপার বনোয়ারিলাল মিনাকে দুর্নীতি দমনের পুলিশ সুপার, গোলাঘাটের পুষ্পরাজ সিঙকে কারবি আংলঙ, নগাঁওয়ের গৌরব অভিজিৎ দিলীপকে ধুবড়িতে, মাজুলির এন অপর্ণাকে মরিগাঁওয়ে, গুয়াহাটির সিআইডি-র ডিসিপি বরুণ পুরকায়স্থকে হোজাইয়ে।

এভাবে চড়াইদেওয়ের এস মিশ্র যাবেন ডিব্রুগড়ে, গুয়াহাটি ইস্ট ডিভিশনের ডিসিপি নিযুক্ত শুভ্রজ্যোতি বরা, গুয়াহাটিতে সিআইডি-র ডিসিপি হিসেবে নিযুক্ত মোহনলাল মিনা, শোণিতপুরের পুলিশ সুপার মুগ্ধজ্যোতি মহন্তকে মুখ্য কার্যালয়ে বদলি, লখিমপুরে পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োজিত বেদান্তমাধব রাজখোয়াকে, তিনসুকিয়া বদলি দেবজিৎ দেউরি, মাজুলিতে নিযুক্ত গৌতম বরা, মানবেন্দ্র দেবরায়কে পাঠানো হয়েছে কাহিলিপাড়ায় আসাম পুলিশের দশম ব্যাটালিয়নের কমান্ডার পদে, বিশ্বনাথে রাজেন সিংকে বাকসায়, চিরাঙের সুধাকর সিংকে চড়াইদেওয়ে, মাজুলি থেকে লংনিত তেরানকে গুয়াহাটিতে এআইজিপি পদে, বঙাইগাঁওয়ে পাঠানো হয়েছে স্বপ্নীল ডেকাকে, বঙাইগাঁওয়ের সুবোধ সবনোয়ালকে দক্ষিণ শালমারার পুলিশ সুপার, যোরহাটের মৃণাল তালুকদারকে আসাম পুলিশের সপ্তম ব্যাটালিয়নে বদলি, শিবসাগরের অমিতাভ সিনহাকে বরপেটায়, বাকসার হিরণ্য বর্মনকে ওদালগুড়িতে, রাজ্য পুলিশের সদর দফতর থেকে দরঙের পুলিশ সুপার করে পাঠানো হয়েছে সুশান্তবিশ্ব শর্মাকে, ওদালগুড়ির রিপুল দাসকে বিশ্বনাথে, হামরেনে পাঠানো হয়েছে অজংরান বসুমতারিকে, মরিগাঁওয়ের নন্দ সিংকে রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে, হাইলাকান্দির পবীন্দ্র কুমার নাথকে নলবাড়িতে বদলি করা হয়েছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে অক্ষয় তৃতীয়ায় যাত্রা করা হল হালখাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। অক্ষয় তৃতীয়ার পূন্যলগ্নে রাজধানী আগরতলা শহরের লক্ষীনারায়ন বাড়ি মন্দিরে হালখাতা যাত্রা করার জন্য ব্যবসায়ীদের সমাগম পরিলক্ষিত হয়।অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ব্যবসায়ীরা হালখাতা যাত্রা করে থাকেন। অতি রাজধানী আগরতলা শহরের লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দিরসহ মন্দিরগুলিতে হালখাতা যাত্রা করাতে ব্যবসায়ীরা উপস্থিত হন। হালখাতা যাত্রা করিয়ে দেওয়ার জন্য সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে বসেন। এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে হালখাতা যাত্রা করাতে মন্দিরে ব্যবসায়ীদের তেমন কোন ভিড় পরিলক্ষিত হয়নি। তদুপরি অনেকেই হালখাতা যাত্রা করাতে লক্ষীনারায়ন বাড়ি আসেন। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এক পুরোহিত জানান, বাংলা নববর্ষের এবং অক্ষয় তৃতীয়া হালখাতা যাত্রা করে থাকেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতির কারণে এ বছর হালখাতা যাত্রা করাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ব্যবসায়ীরা আসেননি। তবে যারাই হালখাতা যাত্রা করাতে এসেছেন তারা সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক পরিধান করে মন্দিরে এসেছেন। ভয়ঙ্কর কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদেই এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহরের অন্যান্য মন্দিরগুলিতে অবশ্য হালখাতা যাত্রা করাতে তেমন কোন ভিড় পরিলক্ষিত হয়নি। সরকারি বিধি নিষেধ সাধারণ মানুষ চলার চেষ্টা করছেন। সে কারণেই ব্যবসায়ীদের মধ্যেও হালখাতা যাত্রা করার জন্য তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়নি।

পেট্রোল-ডিজেল আরও মহার্ঘ্য রেকর্ড ছুঁয়েছে দুই জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েই চলেছে জ্বালানি তেল। শুক্রবার ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম, এদিন লিটারে ২৫-২৯ পয়সা পর্যন্ত বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ৩২-৩৬ পয়সা পর্যন্ত বেড়েছে ডিজেলের দাম। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে লিটারপ্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০০.৩৮ টাকা ছুঁয়েছে, ডিজেলের বর্ধিত মূল্য ৯১.৩১ টাকা। রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৩.২৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৫.৭০ টাকা।

মুম্বইয়ের ১০০ টাকা ছুঁইছুঁই পেট্রোলের দাম, দাম বাড়ার পর শুক্রবার মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম ৯৮.৬৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.১১ টাকা। দিল্লিতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯২.৩৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮২.৯৫ টাকা। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯২.৪৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৫.৭৯ টাকাউ চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েহয়েছে, যথাক্রমে ৯৪.০৯ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮৭.৮১ টাকা প্রতি লিটার।

ঈদ-উল-ফিতর ঃ করোনা বিধি মেনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে নামাজ আদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে।। করোনা বিধি মেনেই রাজ্যেও মুসলিম ধর্মাবলম্বিদের ঈদ উৎসব পালিত হলো। রাজধানীতে অনুষ্ঠানটির হয় আগরতলা টাউন জামে মসজিদ।টানা দু'বছর ধরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত কারণে ঈদ উৎসবে ভাটার টান। সরকারি যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে এবছরও সংক্ষিপ্ত আকারে মসজিদ গুলিতে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র টাউন জামে মসজিদে বিশিষ্ট জনেরা ঈদের নামাজ পার্টির সামিল হন। এখানে ঈদের নামাজ আদায় করা হলেও যাবতীয় সামাজিক দূরত্ব এবং মাস্ক পরিধান করে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ঈদের নামাজ আদায়ের পর ইমাম জানান করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়েছে। এবছর ঈদ উপলক্ষে আলিঙ্গনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একে অপরের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।একমাস রোজা পালনের পর মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বাড়িঘরে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। এক্ষেত্রেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি। কেননা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

চড়িলাম সংযোজন ঃ হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুসারে রমজান মাসের শেষে শাওয়াল মাসের এক তারিখে ঈদুল ফিতর উৎসব পালন করা হয়। শাওয়াল মাসের চাঁদ অর্থাৎ সূর্যাস্তের একফালি নতুন চাঁদ দেখা গেলে পরদিন হয় ঈদ। এই কথা থেকেই চাঁদ রাত কথাটির উদ্ভব। ঈদের সামাজিক অর্থ উৎসব, আর আভিধানিক অর্থ পুনর্গমন বা বারবার ফিরে আসা। তাই প্রতি বছরই মুসলমানদের জীবনে ফিরে আসে ঈদ। প্রথমটি উদযাপিত হয় দীর্ঘ একমাস রোজা থাকার পর। যাকে বলা হয় ঈদ-উল-ফিতর বা রোজার ঈদ। গোটা পৃথিবীতেই মুসলিম ধর্মালম্বীরা এই দিনটি খুবই আনন্দের সঙ্গে পালন করেন। সবাই এদিন সাধ্যমত ভালো পোশাক পরে। ঘরে ঘরে ভোজের আয়োজন হয়। যেখানে থাকি বাহারি রকমের খাবার যেমন পোলাও-কোর্মা, মাছ-মাংস মিষ্টি দই পায়েস সহ আরো কত কি। আত্মীয়-স্বজন পাড়া পড়শিরাও এই আনন্দের অংশীদার হন। দরিদ্ররাও এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। মুসলমানেরা এই দিন ঈদের দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই কোলাকুলি, সহ সালাম ও শুভেচ্ছার হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গনে ঈদকার্ড বিনিময় একটি জনপ্রিয় প্রথায় পরিণত হয়েছে। আর তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আনন্দ খুশি ও ঈদের আবেগ ভাগাভাগি করে থাকে। সমাজে ধনী ও সক্ষম ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট হারে গরিবদের ফিতরা বা শর্তহীন অনুদান বিতরণ করে থাকে, যা ধর্মীয় দিক থেকে ধনীদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলমানদের জীবনের ঈদের তাৎপর্য অনেকে ঈদ অর্থ খুশি এবং ফিতর এসেছে ফিতরা থেকে। সুতরাং ঈদুল ফিতরের অর্থ দাঁড়ায় দানখয়রাতের মাধ্যমে পবিত্র ঈদের উৎসবকে আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলা। জাকাত ফিতরার মাধ্যমে ধনী ও গরীবের মধ্যকার ভেদাভেদ দূরীভুত হয়। তারা একত্রে মিলেমিশে ঈদের আনন্দে গা ভাসিয়ে দেয়।

কিন্তু এবার করোনার অতিমারির কারনে ঈদের পুরোপুরি আনন্দ ভোগ করতে পারেনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। সরকারি বিধি নিষেধকে মান্যতা দিয়ে ঈদের খুশিকে ত্যাগ করেছে। ঈদগাহ মাঠ ছিল ফাঁকা।২৫জন মুসল্লীরা। কুশল আলিঙ্গন ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র সালামের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এদিন বিশালগড় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান, মুন্সিবাড়ি, নোয়াপাড়া, দুর্গানগর, নদীলাক,চন্দ্রনগর,রাউৎখলা,চড়িলাম,,আড়ালিয়া, ফকিরামুড়া,লক্ষ্মীবিল,ধ্বজনগর, এলাকার বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।

তেলিয়ামুড়া সংযোজন ঃ করুণা অতি মারের কারণে এবার মুসলীম ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষজনরা মহান ঈদ অনুষ্ঠান করেনি তেলিয়ামুড়া মসজিদে। শুক্রবার কাকভোর থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষজনরা নিজেদের বাড়ি ঘরে ঈদ অনুষ্ঠান করে। শুক্রবার এমনিতেই ছিল তেলিয়ামুড়ার হাটবার। উপরন্ত ঈদের বাজার। এউপলক্ষে শুক্রবার তেলিয়ামুড়া প্রধান বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। করুণা অতিমারি প্রতিরোধে রাজ্য প্রশাসন কিছু নিয়ম-নীতি জারি করেছিল। কিন্তু বাজারে আসা মানুষজনরা সরকারের বিধি-নিষেধ গুলিকে মান্যতা দিচ্ছেনা। অথচ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন থেকে প্রতিনিয়তই মাইক যোগে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে মানুষজনকে সতর্ক করে সচেতন করে তোলার জন্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো বাজারে আসা মানুষজনরা এখনো সচেতন হতে চাইছেনা। এদিকে এক মুসলিম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি জানান, করুণা অতি মারির কারণে এবং সরকারের নীতি নির্দিশিকাকে মান্যতা জানিয়ে রমজান মাসে ঈদ উৎসব ছোট পরিসরে নিজেদের বাড়িঘরে পালন করেন। কিন্তু বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় ছিল না তেমনি অনেক ক্রেতা মুখে মাস্ক পরিধান না করে বাজারে আসে।

কারফিউ চলাকালে তেলিয়ামুড়ায় শহরে মধচক্রের আসর রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে।। রাত্রিকালীন কারফিউর নবম দিনে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আনুমানিক ১০ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া শহরের উপকণ্ঠে উত্তরণ বিল্ডিং সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় কমল ঋষিদাস এর বাড়িতে মালিকের মদতপুষ্টতে নেশার আসরে অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতে দেখা যায় ৩ জনজাতি রমণীকে। তবে জানা যায়, ৩ জনজাতি রমণীর বাড়ি আমবাসা এলাকায়। তবে এলাকাবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই এই বাড়িতে অবৈধভাবে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও নেশার আসর চলতে থাকে। তবে এইদিকে এই রাত্রিকালীন কারফিউ জারি থাকা সত্ত্বেও তেলিয়ামুড়া শহরের উপকণ্ঠে চালিয়ে যাওয়া এই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলে ইতিমধ্যেই ছিঃ ছিঃ রব উঠতে শুরু করেছে।।পরবর্তী সময়ে পুলিশ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এবং এলাকাবাসী দের সংগে কথা বলে শেষবারের মত সতর্ক করে দিয়ে এবং শুক্রবার সকাল মেয়েদের নিজ দ্বায়িত্বে তাদের বাড়িতে পাঠানোর প্রতিশ্রুতিতে ছারাহয় কমল ঋষি দাস কে।

মহারাষ্ট্রে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে এখনও পর্যন্ত ৫২ জনের মৃত্যু

মুম্বই, ১৪ মে (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস অর্থাৎ মিউকর মাইকোসিসের কারণে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক একথা জানিয়ে বলেন, করোনা রোগীদের মধ্যে এই রোগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে বলেন,গত দুদিনে ১৫০০ হাজারেরও বেশি ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগীদের চিকিৎসা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ এ বিষয়ে সতর্ক রয়েছে। করোনা রোগীদের মধ্যে এই ফাঙ্গাসের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রশাসন সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি রয়েছে।

বুকে গুলি খেয়েও ঘরছাড়াদের ফেরাব মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে কটাক্ষ রাজ্যপালের

ধুবরী, ১৪ মে (হি.স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের দেখতে কোচবিহার ও অসমে সফররত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসায় অসমের আশর্য শিবিরে ঠাঁই নেওয়া আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সরব হন তিনি। সেই সঙ্গে আক্রমণ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তিনি বুঝিয়ে দেন তিনি সমালোচনায় পিছু হঠবেন না। রাজ্যপালের হুঙ্কার, "আমি বুকে গুলি খাব, তবুও ওঁদের ঘরে ফেরাব।"

বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে কোচবিহারের বহু মানুষ অসমে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে এবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। অসমের ধুবরী জেলার আগমনিতে রাঙ্গাপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিবিরে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখান করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় । এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখান তিনি রাজ্যপাল বলেন, "রাজ্য জুড়ে হানাহানি চলছে। আমার দায়িত্ব সংবিধানকে রক্ষা করা। আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াব।" কনভয় আটকানোর প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, "আশা রাখছি কনভয় আটকানোর বিষয়ে তদন্ত হবে। কলকাতায় গিয়ে নির্দেশ জারি করব।মুখ্যসচিব, ডিজিদের বলেছি কারা এসব করল? ডিএম-এসপিরা কেউ যাননি অত্যাচারিতদের কাছে সদর্থক রোল প্লে করতে চাই।"

রাজ্যপাল স্পষ্ট করেন, "আমি রং বিচার করি না। বিজেপি, তৃণমূল বিভেদ করিনি। তৃণমূলেরও কেউ অত্যাচারিত হলে বলবেন, আমি যাব। রাজ্যপাল রবার স্ট্যাম্প, পোস্ট অফিস না। আমার দায়িত্ব সংবিধান বাঁচানো।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে রাজ্যপাল বলেন, "মমতা প্রথমে হুঁশিয়ারি দিলেন সেন্ট্রাল ফোর্স ক'দিন থাকবে। দেখে নেব। আমি এ ধরনের মন্তব্য আশা করি নি। কার্যকর্তাদের উসকালেন উনিই। শীতলকুচির ঘটনাকে পরিকল্পিত খুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।